মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৫ম বর্ষ • ১২তম সংখ্যা • শা'বান-১৪৩৮ • মে-২০১৭

ISLAND MOSQUE IN JEDDAH

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৫ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা
শাবান-রমাযানঃ ১৪৩৮ হিজরী
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠঃ ১৪২৪ বাংলা
মেঃ ২০১৭ ইংরেজি

সম্পাদনা পরিষদঃ মোহাঃ তাজাম্মুল হক সালাফী- **সম্পাদক,** খোদাবখ্শ মণ্ডল, আব্দুল্লাহ্ সালাফী, আনওয়ারুল হক ফাইযী, মোহাঃ কুতুবুদ্দিন।

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইলঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১
সহ সম্পাদকঃ ৯১৫৩২৩৫৮১৩

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৫ টাকা, বাৎসরিক- ১৭০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২০০ টাকা।

ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজারঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিংঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

★★ প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

খুশির বার্তা নিয়ে সমাগত মাহে রমাযান

'এক অদ্ভুত আঁধার এসেছে পৃথিবীতে আজ'। একদিকে সীমাহীন বৈষয়িক উন্নতি। অন্যদিকে আবার মানুষের হৃদয়-হীনতা, আলোক বিবর্জিত নিঃসীম অন্ধকার। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ব্যস্ততা। গতিশীল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা। কিন্তু কোথায় কীসের পানে ছুটে চলেছে, তা সে জানে না। জীবনের মোক্ষ কোথায় তা সে বিস্মৃত। বিত্ত, প্রাচুর্য, বৈভবকে সবিশেষ প্রাধান্য দিতে গিয়ে চিত্ত হয়েছে উপেক্ষিত। তাই সুখ-পাখি ধরা দিলেও শান্তি তার নেই। মনন, মনুষ্যত্ব সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব-এইসব মানবিক গুণাবলী ছাড়া মানব সমাজ ও সভ্যতা অর্থহীন-সংকটাপন্ন। এই সমস্ত গুণাবলির সম্যক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রমাযান ও সিয়াম। বিগত ১৪০০ বছরের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে দিতে বিশ্ববাসীর নিকটে আবারও খুশির বার্তা নিয়ে ১৪৩৮ হিজরীর রমাযান সমাগত। তাই এক চান্দ্রমাস ব্যাপী পবিত্র সিয়াম ব্রত পালনের প্রস্তুতি চলছে কৃচ্ছ্রসাধনেচ্ছু লক্ষ-কোটি মুসলিমের ঘরে ঘরে।

রমাযানের সিয়াম পালনের গুরুত্বের নেপথ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র ফরমান। একজন ঈমানদার ব্যক্তির নিকটে আল্লাহ্‌র ফরমান সব থেকে মূল্যবান ও অনুসরণীয়। আল্লাহ্ বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা পালন) অপরিহার্য করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার (২/১৮৩)। তোমাদের মধ্যে যে সেই মাসে থাকবে, তাকে অবশ্যই সিয়াম পালন করতে হবে (২/১৮৫)।''

রমাযান হল আত্মসংযমের মাস। রমাযান হল আত্মশুদ্ধির মাস। রমাযান হল বরকতময় মাস। ভুল-ভ্রান্তি পাপাচারে লিপ্ত আদম সন্তানের কাছে রমাযান নিয়ে আসে এক সুবর্ণ সুযোগ যাতে কারে তারা নিজেদের অতীত পাপসমূহকে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে সদ্যোজাতের মত মাসূম হতে পারে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানো। রমাযানের আসল উদ্দেশ্য হল ঈমানদার বান্দাদের সারা বছরের ভুল ভ্রান্তি পাপ গুনাহ মার্জনা করে নিজেদেরকে পবিত্র করা, নিজেদেরকে আত্মসংযমী করে তোলা এবং নিজেদের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি সঞ্চারিত করা।

রমাযানের খুশি দুটি ধারায় প্রবাহিত — (১) যা কেবল সিয়ামপালনকারীর জন্যই বরাদ্দ। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''সিয়ামপালনকারীর জন্য দুটি খুশি রয়েছে — (ক) ইফতারের সময় এবং (খ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের সময় '' (বুখারী ১৭৭১)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে এবং নেকীর আশায় সিয়াম পালন করে এবং তারাবীর স্বলাত সম্পাদন করে তার পূর্বেকার সমস্ত (সাগীরা) গুনাহ্ মার্জনা করে দেওয়া হবে'' (বুখারী ৩৭)। রমাযান শুধু সিয়াম পালনকারীকে আত্মিকভাবেই সমৃদ্ধ করে এমন নয়, দৈহিকভাবেও তাকে করে তোলে সুস্থ ও সবল। সিয়াম পালনের ফলে অজান্তে বহু রোগের আরোগ্য হয়ে যায়। (২) যা কেবল সিয়ামপালনকারীর জন্যই নয় বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সেই খুশির পরশ লাগে। সিয়াম মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন প্রকৃত আদর্শ মানুষে পরিণত করে। সিয়াম শব্দের অর্থই হল বিরত রাখা বা থাকা। সিয়াম পালনকারীকে সমস্ত প্রকার অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হয়। সিয়াম পালনকারীকে সহনশীল, ধৈর্যধারণকারী, লোভ সম্বরণকারী, পাপ অনুশোচনাকারী, সত্যবাদী, শুদ্ধ বিবেক ও মনের মানুষ হতে হয়। রমাযান কেবল ব্যক্তিগত জীবনকেই প্রভাবিত করে এমন নয় বরং গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই মজবুত ও সুদৃঢ় করে তোলে। সমাজের পাপ ও অপকর্মকে প্রতিহত করতে সাহায্য করে, সমাজের আর্থিক কাঠামোর ভীতকে টেকসই করে তোলে, সমাজে বসবাসকারী অধিবাসীদের চারিত্রিকভাবে সুন্দর ও সুশীল করে গড়ে তোলে। রমাযানের সিয়ামই অন্ধকারময় জগতে চিরস্থায়ী আলো প্রজ্জ্বলিত করতে পারে, অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে পারে এবং ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন, কেবল রমাযানের সিয়ামের যথার্থতা উপলব্ধি ও সঠিক প্রয়োগ। মনে রাখতে হবে যে, মানব সমাজের মৌলিক ও সব থেকে ছোট উপাদান হল সুস্থ মন ও দেহের ভালো মানুষ। সিয়াম পালনের মধ্যেই নিহিত আছে সুস্থ-সবল মন ও দেহের মানুষ তৈরির মূলমন্ত্র।

সুশীল, ভদ্র ও শান্তিপ্রিয় সমাজ গঠনে বাকসংযমী, চরিত্র সংযমী, সুস্থ-সবল মন ও দেহের সিয়াম পালনকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ বিশ্ব গঠনের জন্য এই রকমই ভালো মানুষের প্রয়োজন। সিয়ামের শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীবাসী পেতে পারে চির সুখ শান্তি। উপভোগ করতে পারে পরম খুশি ও আনন্দ।

বর্তমান ভারতেও সিয়ামের তাৎপর্য অপরিসীম। সিয়ামপালনকারী মুসলিমদের বাকসংযমী হয়ে এবং ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করতে হবে এবং তাদের প্ররোচনা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই সকল ধর্মের শান্তি প্রিয় বুদ্ধিজীবি মানুষেরাই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিহত করতে এগিয়ে আসবে এবং সফলও হবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় স্তরে সমস্ত রকম অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রেখে রমাযান ও সিয়ামের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার সামর্থ দাও — আমীন।

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

মুসলিম রমণীদের পোশাক

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

يَـاَيُّهَـا النَّبِـىُّ قُـلْ لِّـاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُـدْنِيْـنَ عَـلَيْـهِـنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

হে নাবী! আপনি স্বীয় স্ত্রীগণ, স্বীয় কন্যাসমূহ ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরের কিছুটা নিজেদের উপর টেনে নেয়, এর দ্বারা সহজেই চেনা যাবে (ভদ্র মহিলা রূপে) তাহলে তারা পীড়নের শিকার হবে না। মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান (সূরাতুল আহযাব ৫৯)।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্, পৃথিবীর বিস্তার নর-নারীর সম্পর্কের মাধ্যমে নিহিত রেখেছেন। যা অন্যান্য প্রাণীকুলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ যেহেতু জীব শ্রেষ্ট সৃষ্টি এবং তার উত্তরাধিকারী বলে একটি বিষয় আছে যা অন্য প্রাণী জগতে নেই, সেজন্য মনুষ্য নর-নারী সম্পর্কিত বিধান প্রাণীকুলে নেই।

কোনও ধর্মেই সমস্ত পুরুষ সমস্ত নারীর সাথে ইচ্ছামত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এমন কথা বলা নেই। বরং ইসলামের মতই কাকে বিবাহ করতে পারবে এবং কাকে পারবে না তার নির্দিষ্ট তালিকা রয়েছে। অবশিষ্ট মহিলাদের সাথে দুটি মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বর্তমান সমাজে বিদ্যমান। (এক) ঘোষণার মাধ্যমে বিবাহ দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন, (দুই) ব্যভিচারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় সম্পর্কটি ধর্মীয় অনুশাষনের প্রতি অনাগ্রহী ব্যক্তি এবং কখনও কখনও পদস্থলন জনিত কারণে বিপর্যস্ত ব্যক্তি দ্বারা ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে ব্যভিচারালয় ও চলছে কিন্তু সমাজের সুস্থ বিবেকের মানুষগুলি এটাকে খারাপ দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন। সেখানে যাদের আনা গোনা তারা সুশীল সমাজের বিচারে সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী নয়।

প্রবৃত্তিগতভাবে নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতিগত। অন্যথা সাংসারিক জীবনের যে জটিলতা তা আকর্ষণ ব্যতীত মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়। মহান আল্লাহ্ স্বীয় নির্দেশের মাধ্যমে দুটি কাজ করতে চেয়েছেন। (এক) উভয় সেক্সের মুমিন ব্যক্তিদের পরীক্ষা এই মর্মে যে কে তাঁকে ও তাঁর বিধানকে সমীহ করে মানুষ নিজেকে কন্ট্রোল করবে। (দুই) বৈধ মেলামেশার মাধ্যমে বংশ পরম্পরা ও সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারীদের অধিকার রক্ষা করবে। অবৈধ মিলনে যা সাময়িক ও স্বার্থকেন্দ্রিক আগত শিশু, পরে যুবক, এমন পিতার সম্পদের অধিকারী হবে যে আদৌ তার পিতা নয়। আবহমান কাল হতে প্রতিটি ধর্মেই এর জন্য রক্ষাকবচ রয়েছে। ইসলাম যেহেতু দ্বীনে হাক্ব ও দ্বীনে মুবীন সেহেতু সেখানে বিষয়টিতে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তি দ্বারা সবচাইতে বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে, তিনি বলেন, সব চাইতে বড় অপরাধ হল আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, অতঃপর খেতে দেওয়ার ভয়ে স্বীয় সন্তানকে হত্যা করা, অতঃপর প্রতিবেশীর কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করা (সহীহুল বুখারী ৬৪৬৮)।

এই মর্মে আল্ কুরআনে আল্লাহ্ সুনির্দিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন (সূরাতুল্ ফুরকান ৬৮)।

দারসে কুরআনের জন্য উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুখমণ্ডল ও বক্ষের উপর দিয়ে চাদর লটকাতে বলেছেন। উল্লেখ্য যে, 'জিলবা-ব' পরিহিত পোষাকের অতিরিক্ত যাকে আমরা চাদর বলি। এর লাভের বিষয়টিকে স্বয়ং আল্লাহ্ চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, 'এর দ্বারা তারা সহজেই পরিচিতা হবে ভদ্র মহিলা রূপে, আর ওদেরকে কষ্টদায়ক মন্তব্য শুনতে হবে না।

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ এর তাফসীরে আয়সারুত্ তাফসীর এর লেখক আবূ বাক্র আল জাযা-য়েরী বলেন, 'তারা নিজের চাদরটিকে মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিবে যেন একটি চক্ষু ব্যতীত সব ঢেকে যায়, যে চক্ষু দ্বারা বাইরে প্রয়োজনে বের হলে পথ দেখতে পায়। তাফসীর ইবনু কাসীরে অধিকাংশ মুফাস্সীরের পক্ষ হতে উক্ত ব্যাখ্যাকে নকল করা হয়েছে। ইবনু কাসীর আয়াতের শানু নুযুল বা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে সুদ্দী হতে নকল করেছেন যে, রাত্রি অন্ধকার হলে মদীনাবাসীদের দুষ্ট লোকেরা বাড়ি হতে বের হয়ে মহিলাদের বিরক্ত করত। মদীনাবাসীদের ঘরবাড়ি সংকীর্ণ ছিল। রাত্রে মহিলাগণ মানবিক প্রয়োজনের নিমিত্ত বাড়ি হতে বের হলে ওই দুষ্টরা মহিলাদের কুটুক্তি করত। কোনো মহিলা ভালোভাবে আচ্ছাদিত হয়ে বের হলে তাকে সমীহ করত এবং কিছু বলত না। কিন্তু অন্যথা হলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করত। উক্ত কারণে মহান আল্লাহ্ মুসলিম রমণীদের চেহারা ও বক্ষদেশ ভাল ভাবে ঢেকে রাখার নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। স্মর্তব্য যে এখনও খোলামেলা ভাবে চলাফেরা করে এমন যুবতী ও নারীদেরকে

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

সওম (রোযা) এর স্বরূপ

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় সওম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'' (বুখারী, অধ্যায় ঃ নেকীর আশায় রমাযানের সওম পালন ঈমানের অঙ্গ, হাদীস নং ৩৮)।

হিজরী সালের ৯ম মাস রমাযান। এ মাস একজন মুমিনের দরবারে কড়া নাড়ে এক গুচ্ছ ইবাদাত নিয়ে। মুমিনেরা তাকে স্বাগতম জানিয়ে সাদরে বরণ করে। এদের দেখাদেখি মুনাফিকের দলেরাও সস্তায় মার্কেট করার বাসনায় জমায় ভিড় ছদ্মবেশে। এই ইবাদাতগুচ্ছের মধ্যে যে ইবাদাতটি প্রধান সেটি হল সওম। সেই সওম বিষয়ে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উক্ত হাদীসটিতে সংক্ষিপ্ত বাক্যে মুমিনদের দিয়েছেন উপহারের রাশি।

আরবী শব্দ صَوْم (সওম), এর বহুবচন হল صِيَام (সিয়াম)। অতীতে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ফার্সী ভাষার প্রচলন থাকায় 'সওম' এর প্রতিশব্দ হিসাবে ফার্সী শব্দ رُوْزَه (রোযা) ভারতীয় উপমহাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নিয়েছে। যদিও আমরা 'রোযা' বলতেই অভ্যস্ত তবুও আমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, 'রোযা' 'সওম' এর পুরো অর্থ বহন করে না। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে 'সওম' ও 'স্বলাত' বলার তাওফীক দাও, আমীন।

সওম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ইসলামকে পাঁচটি খুঁটির উপর স্থাপন করা হয়েছে — (১) 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল' এ কথার সাক্ষ্য প্রদান, (২) স্বলাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমাযান মাসের সওম পালন করা

টোনটিং করে থাকে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষেরা। বোরকা পরিহিতা বা ভালোভাবে আচ্ছাদিতাদের কিন্তু ব্যাকডেটেড বললেও যৌনাবেদন মূলক টোনটিং হতে বিরত রাখে।

মহান আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবগত সেজন্য তিনি আল্ কুরআনে সেগুলিকেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন —

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ .

হে নাবী! আপনি মু'মিনা রমণীদের বলে দিন তারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং গোপনীয় প্রত্যঙ্গগুলি সুরক্ষিত রাখে এবং তারা নিজের সৌন্দর্যের স্থান ও বিষয়গুলি যেন প্রকাশ না করে আপাতকালীন অবস্থা ব্যতীত। আর তারা যেন চাদরগুলি তাদের বক্ষদেশের উপর ফেলে রাখে (সূরাতুন নূর ৩১)।

বর্তমান সময়ে দেহ সৌষ্ঠব অনাবৃত রাখাটাই হচ্ছে অধিকাংশ মহিলাদের মনোবৃত্তি। এমনকী বয়স্কা মহিলারাও এ বিষয়ে সচেতন নন। কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিজেকে যৌবনারূপে চিত্রিতা করতে কেউ নেই পিছিয়ে। সব চাইতে আশ্চর্য হচ্ছে যে, পিতা-দাদা-ভাই যারা মাহরিম তারা এমন পোষাকে চলাফেরা করা মা-খালা-ভগ্নী- ভাগ্নী-ভাতিজী-স্বীয় কন্যাদের প্রতি কীভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছে? তারাও কি এমন নগ্নতা উপভোগ করছে? আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, দুই প্রকারের লোক নরকে যাবে যাদের আমি দেখিনি। (তন্মধ্যে একজন হল) অনেক মহিলা এমন হবে যারা পোযাক পরিহিতা হলেও নগ্ন হবে, (উদ্দেশ্য তাদের অন্যদের) আকৃষ্ট করা ও নিজেও অন্যের প্রতি ঝুঁকে পড়া, তাদের মাথার চুলের খোপা হেলে দুলে থাকবে। এরা জান্নাতেও যাবে না ও তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ বহু দূর হতে অন্যরা শুঁকতে পাবে (সহীহ্ মুসলিম ২১২৮)।

সুতরাং অভিভাবক, অভিভাবিকা সহ সমস্ত আল্লাহভীরু পুরুষ ও নারীদের প্রতি অনুরোধ, এ বিষয়ে সতর্ক হোন। অন্যথা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক শাস্তি অবধারিত।

এবং (৫) সক্ষম ব্যক্তির কাবা গৃহের হজ্জ ব্রত পালন করা' (বুখারী হাঃ নং ৮, মুসলিম হাঃ নং ১৯)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নাবী হওয়ার ১৩ বছর পর ১৪তম বছরে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন হিজরী সালের দ্বিতীয় মাস সফরের ২৭ তারিখে। পরবর্তী বছরের ৮ম মাস 'শাবান' মাসে রমাযানের সওম ফরয করা হয়, অর্থাৎ নাবী হওয়ার ১৫ বছর পর এবং হিজরতের ১৮ মাস পর বাদ্‌র যুদ্ধের পূর্বে। প্রকাশ থাকে যে, স্বলাতের বিধান ফরয করা হয় হিজরতের পূর্বেই (আর্ রাহীকুল মাখতূম, মিরআতুল মাফাতীহ্)।

এ সওম কার জন্য ঃ— হাদীসের শুরুর শব্দ অর্থাৎ مَنْ صَامَ 'যে সওম পালন করে' দেখে মনে হচ্ছে যে, যে কেউ এ ব্রত পালন করতে পারে। কিন্তু মূলতঃ যে কেউ তা পালন করলে প্রতিফল পাওয়া যাবে না। প্রতিফল ও প্রতিদান এই শর্তে পাওয়া যাবে যে, ইসলামের অনুসারী হতে হবে। ইসলাম অবশ্যই সকলের জন্য। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ, অতঃপর আমল-কর্ম পালন করলে তবেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ বিধান পালন করার জন্য مَنْ ('যে') একমাত্র ইসলামের অনুসারীদের জন্য ব্যবহার করেছেন। কেননা এ সওম কাদের জন্য সে বিষয়ে মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন —

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমী হতে পার (২/১৮৩)।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সিয়ামের জন্য যাদেরকে সম্বোধন করেছেন তারা মুমিন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে يَاأَيُّهَا النَّاسُ (হে সকল মানব সম্প্রদায়) বলে কুড়ি বার সম্বোধন করলেও এখানে সে সম্বোধন ব্যবহার না করে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (হে ঐ সকল মানুষ যারা ঈমান এনেছো) বলে সম্বোধন করেছেন। কাজেই নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীসের مَنْ (যে, যারা) এর অর্থ শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্যই প্রযোজ্য। ঈমানদার কারা সে বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধানানুযায়ী জীবন-পালন করে তারা ঈমানদার (৮/১-৪, ৪/৬৫ এর সারমর্ম)।

আবার 'যে সওম পালন করবে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' এর অর্থ এ নয় যে পাপ ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি এ সওম পালন নাও করতে পারে। কেননা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ দ্বারা একজন মুমিনের এ বিধান পালন করা আবশ্যিক। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যে ব্যক্তি এ রমাযান মাস পাবে সে সওম পালন করবে'' (২/১৮৫)।

সওম কী ঃ— হাদীসে এ সওমের ক্রিয়ারূপ صَامَ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল ধাতু صَوْمٌ (সওম)। এর আভিধানিক অর্থ হল বিরত থাকা, থেমে যাওয়া। এই صَامَ শব্দ দিয়েই হাওয়া থেমে গেলে বলা হয় صَامَتِ الرِّيْحُ (হাওয়া থেমে গেছে) এবং মধ্য দুপুরে সূর্য জিরো পয়েন্টে অবস্থান করলে বলা হয় صَامَتِ الشَّمْسُ (সূর্য মধ্য স্থানে পৌঁছে গেছে) (মিসবাহুল লুগাত)।

কুমারী মাতা মারইয়াম (আলাইহাস্ সালাম) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুজিযা স্বরূপ পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর জন্ম দেন। বিবাহ না হয়েও কুমারী মায়ের কোলে বাচ্চা দেখে লোকেরা হতবাক হয়ে রহস্য জানতে চাইলে উত্তর দেওয়ার জন্য শিখিয়ে দেওয়া হয় — ''আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে 'সওম' (চুপ থাকার) মানত করেছি; কাজেই মানুষের সাথে আজ কথা বলব না'' (১৯/২৬)।

আভিধানিক অর্থের সাথে পারিভাষিক সওমের মিল হল এই যে, হারাম তো বটেই বেঁচে থাকার সামগ্রী খাদ্য-পানীয় এবং মনুষ্য প্রবৃত্তির সেরা আকর্ষণ ও মানবিক বিকারের রক্ষাকবচ স্বামী-স্ত্রী সম্ভোগের মতো হালাল জিনিস থেকেও নির্দিষ্ট সময়ে একজন মুমিন বিরত থাকবে বা এ সব কাজ থেকে থেমে থাকবে।

এ সওম পালনের সময় ঃ— উপরের সওম কখন পালন করা হবে সে উত্তরও এ হাদীসে নিহিত রয়েছে; আর তা হল رمضان (রমাযান মাস)। এটি চান্দ্র বর্ষের ৯ম মাস। রমাযান শব্দের মূল ধাতু رَمَضَ এর অর্থ হল দুটি পাথরের মধ্যে কোনো বস্তু রেখে ঠোকা, কুটা, হাল্কা পাতলা করা এবং জ্বালানো, পোড়ানো (মিসবাহুল লুগাত)। অর্থাৎ এ এমনই এক মাস যেখানে একজন

মুমিন সওম ব্রত পালনের মাধ্যমে খাদ্য-পানীয় ত্যাগ করে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে স্বীয় প্রবৃত্তি ও পাপরাশিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিবে। কিংবা একদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন নামক পাথর আর অপর দিকে সওমের বিধান নামক পাথরের মধ্যে একজন মুমিন নিজেকে হাল্কা পাতলা করে নিষ্কলুষ ও ত্রুটি মুক্ত করবে।

এ সওম কোন্ অবস্থায় পালন করতে হবে ঃ— সওম ব্রত পালনকারী একজন মানুষ কোন্ অবস্থায় থাকবে সে প্রসঙ্গেও এ হাদীসে আলোকপাত করা হয়েছে। নাবী মুহাম্মাদ (সঃ) বলেন اِيۡمَانًا অর্থাৎ সওম পালনকারী ঈমানের অবস্থায় থাকবে। সওম পালনকারী ব্যক্তি যদি ঈমান বহির্ভূত অবস্থা অর্থাৎ কুফর অথবা নিফাক অবস্থায় থাকে তবে সওম পালন সার্থক হবে না। ঈমানের অবস্থায় থাকার অর্থ হল সে ব্যক্তি মুমিন হবে কেননা মুমিন ব্যক্তিই ঈমানের অবস্থায় থাকে।

একজন মানুষ যদি এ বাসনা রাখে যে, রমাযানের ফযীলত গ্রহণের আশায় ভাল মানুষ সেজেছি, রমাযান বিদায়ের সাথে সাথে আমিও বিদায় নেব তবে সে মুনাফিক। মুনাফিক হল সেই ব্যক্তি যার বাহ্যিক আমল হয় ঈমানের, কিন্তু অন্তরে লুকিয়ে থাকে কুফর। শুধু রমাযান মাসে সওম পালনকারী উপরে উপরে পাক্কা ঈমানদার সাজে কিন্তু রমাযান বিদায়ের সাথে সাথে বেঈমান হয়ে যাওয়ার ভাবনা অন্তরে লুকিয়ে রাখে। অপর দিকে এগারো মাস ইসলামিক বিধান বিসর্জন দিয়ে লাগামহীন ভাবে চলে অনৈসলামিক রীতিনীতি নির্দ্বিধায় পালন করে শুধুমাত্র রমাযান মাসে স্বলাত ও সওম পালন করলে ঈমানদার বলার মতো কোনো প্রমাণ আমি ও আমার শিক্ষা গুরুদের জানা নেই। এ রকম সওম পালনকারী ও তাদের সমর্থকদের কোনো দলীল (যুক্তি নয়) জানা থাকলে জানানোর জন্য অনুরোধ জানাই (৯১৫৩১৯২৫৯০)।

সওম কেন পালন করতে হবে ঃ— একজন ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিকে রমাযান মাসের সওম কেন পালন করতে হবে সে বিষয়েও এ হাদীসে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে اِيۡمَانًا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ সওম এজন্যই পালন করতে হবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রূসলের প্রতি ঈমান আছে এবং এও বিশ্বাস আছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয বিধান।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এবং এ বিধান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয এই চাহিদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সওম পালন করলে অবশ্যই ইসলামের বাকী ফরয বিধানও তার দ্বারা আঞ্জাম পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় শব্দ احتسابا দ্বারা বলা হয়েছে — সওয়াবের আশায়, পরকালে এর বিনিময় পাওয়ার বাসনায় পূর্ণ মাত্রায় স্বাগ্রহে এ সওম পালন করতে হবে।

এ নয় যে, সওম পালন না করলে সমাজে থাকার সুযোগ হাত ছাড়া হবে, কিংবা লোকে কী বলবে, কিংবা পরিবেশের প্রভাবে অথবা শরীর সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পদ্ধতি মনে করে সওম পালন করবে। এ চাহিদায় অনুপ্রাণিত হয়ে সওম পালন বিফল হবে।

সওম পালনের প্রতিদান ঃ— সওমের বিধান আল্লাহ্ তাআলা একজন মুমিনের প্রতি শুধু আনুগত্যের জন্য অর্পণ করেননি, বরং এ বিধান মেনে চললে আল্লাহ্ তাআলা একজন মুমিনের পূর্বের সকল ছোট অপরাধ মার্জনা করে দেবেন। হাদীসের বাক্য — غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡبِهٖ দেখে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যে, সাগীরা ও কাবীরা (ছোটো ও বড়ো) সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, কিন্তু অর্থ তা নয়। এ বিষয়ে ওলামাগণ যে অর্থ বুঝেছেন তা হল বড়ো গুনাহ্ নয়, ছোটো গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কাবীরা গুনাহ্ (বড়ো গুনাহ) এমন অপরাধ যা করে তাওবা কিংবা সাজা প্রাপ্তির মাধ্যমে মার্জনা হয়। বান্দার হক হরণ সংক্রান্ত কাবীরা গুনাহ একমাত্র সংশ্লিষ্ট বান্দা যদি ক্ষমা করে তবেই মার্জনা হয়। এ অপরাধ সওম কিংবা অন্য কোনো আমল এমনকী তাওবা দ্বারাও ক্ষমা হয় না।

উপসংহার ঃ— রমাযান মাস ছাড়া অন্য সময়ের সওম ফরয নয়, আবার সওম ছাড়া রমাযান মাস একজন মানুষের জন্য কোনোই কল্যাণের নয়। সওম ছাড়া ঈমান যেমন পূর্ণ হয় না, তেমনি ঈমান ছাড়া সওম নিরর্থক। সওম পালন না করে শুধু আল্লাহ্র বিধান মনে করলে যেমন সওয়াব পাওয়া যাবে না, তেমনি আল্লাহ্র বিধান মনে না করে সওম পালন করলে কোনোই লাভ হবে না। সওম পালন না করে যেমন সওয়াবের আশা করা বৃথা, তেমনি সওয়াবের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সওম পালন করাও বৃথা অযথা ক্লেশ সাধন করা হবে।

সওমকে সার্থক করতে হলে, রমাযান মাসে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় সঠিক অর্থের সওম পালন করতে হবে।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সওমের বিধান সঠিকভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দাও এবং সওম সহ অন্যান্য আমল কবুল করে পরকালে জান্নাত দান করিও (আমীন)।

৩০ পর্ব

তায়াম্মুমের ❶ বিবরণ بَابُ التَّـيَـمُّمِ

তায়াম্মুমের অঙ্গ হল মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কবজি। এই দুই স্থানে মাসাহ্ করতে হবে ❶ ।	وَ اَعْـضَـائُـهُ الْـوَجْـهُ ثُـمَّ الْـكَفَّانِ يَمْسَحُهَا.

❶ (ক) আম্মার বিন ইয়াসীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ بِالتَّـيَـمُّمِ لِلْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ .

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার আদেশ দেন।[১]

(খ) আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একজন লোক উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে এলেন এবং বললেন : আমি জুনবী অর্থাৎ সহবাসের কারণে অপবিত্র হয়েছি কিন্তু পানি পাইনি। আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন : আপনার স্মরণে আছে যে, আমি এবং আপনি সফরে ছিলাম এবং দুজনেই জুনবী হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি তো স্বলাত পড়েননি আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে স্বলাত পড়েছিলাম। পরে আমি এ ঘটনা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে উল্লেখ করি। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰذَا. তুমি তো কেবল এরকম করলেই পারতে। অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের দুই হাত মাটিতে ঘষলেন এবং ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে নিলেন। ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ. অতঃপর তিনি দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কবজি মাসাহ্ করলেন।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে —

اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ.

তোমার জন্য যথেষ্ট হতো যদি তুমি তোমার হাত দুটি মাটিতে ঘষে নিয়ে ঝেড়ে নিতে এবং দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও কবজি পর্যন্ত দুই হাত মাসাহ্ করে নিতে।[২]

(আহমাদ, ইসহাক, ইবনু মুনযির রহঃ) : হাতের তায়াম্মুম করার সময় কেবল কবজি পর্যন্তই মাসাহ করতে হবে। ইমাম আতা, ইমাম মাকহুল, ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এবং আম আহলে হাদীসদের এটাই মত।

(মালেক, আবূ হানীফা রহঃ) : কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করার ওয়াজেব। আলী, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), ইমাম হাসান বাসারী, ইমাম শা'বী, সালেম, সুফিয়ান শওরী এবং আসহাবুর রাইদের এটাই মাসলাক।

(যুহরী রহঃ) : বগল পর্যন্ত মাসাহ করা ওয়াজেব।

১। সহীহ্ : সহীহ্ আবূ দাউদ ৩১৮, কিতাবুত তাহারাত : বাবুত তায়াম্মুম, তিরমিযী ১৪৪, আহমাদ ৪/২৬৩, আবূ দাউদ ৩২৭, দারেমী ১/১৯০, খুযাইমা ২৬৭।

২। (বুখারী ৩৩৮, কিতাবুত তায়াম্মুম : বাবুত তায়াম্মুমে হাল ইউনফাখু ফীহিমা, মুসলিম ৩৬৮, আহমাদ ৪/২৬৫, দারেমী ১/১৯০, আবূ দাউদ ৩২২, শারহু মাআনিল আসার ১/১২২, দারাকুতনী ১/১৮২)

(খাত্তাবী রহঃ) : কনুই-এর পরে আরো বেশি (বগল) মাসাহ্ করা জরুরী নয় — এ বিষয়ে আলেমদের কোনো মতপার্থক্য নেই।[৩]

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক : কেবল কবজির উপর মাসাহ্ করতে হবে যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে (كَفَّيْهِ দুই কবজি) শব্দ রয়েছে।

(শওকানী) : এ কথাই বলেছেন।[৪]

(আব্দুর রহমান মুবারকপুরী) : এ মতকেই বেশি সঠিক বলে মনে করেন।[৫]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ রহঃ) : এ কথাই বলেছেন।[৬]

যেসব বর্ণনায় اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ কনুই পর্যন্ত, اِلَى الْآبَاطِ বগল পর্যন্ত, الى نصف الذراع অর্ধ হাত পর্যন্ত মাসাহ্ করার বিবরণ রয়েছে সবগুলিই যয়ীফ বা দলীলের যোগ্য নয় বা কেবল মাওকুফ রেওয়ায়াত এবং মারফু ও সহীহ্ রেওয়ায়াতে রয়েছে يَدَيْهِ দুই হাত বা كَفَّيْهِ দুই কবজির বর্ণনা।

মাটিতে একবার হাত স্পর্শ করে (মুখমণ্ডল এবং কবজি পর্যন্ত হাত মাসাহ করতে হবে) ১ ।	مَرَّةً بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ

যেমন উপরে উল্লিখিত আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস এর প্রমাণ। يَدَيْهِ অর্থাৎ দুই হাত শব্দটি হল সাধারণ বা আম আর كَفَّيْهِ দুই কবজি শব্দটি হল খাস। সুতরাং আম শব্দকে খাস দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে।[৭]

১ (ক) আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। فَأَمَرَنِى ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ. তিনি আমাকে মুখমণ্ডল এবং কবজি পর্যন্ত দুই হাত মাসাহ্ করার জন্য একবার মাটি স্পর্শ করার হুকুম দেন।[৮]

(খ) বুখারী ও মুসলিমে আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী হল --- ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের দুই হাত মাটিতে একবার মারলেন।[৯]

৩। নাইলুল আওতার ১/৩৯১, শারহু মুসলিম লিন নওয়াবী ৪/৫৬, আর রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/১৮০।
৪। নাইলুল আওতার ১/৩৯২।
৫। তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১/৪৭০।
৬। আর রাওযাতুন্ নাদিয়্যা ১/১৮০।
৭। ফাতহুল বারী ১/৫৩০, নাইলুল আওতার ১/৩৯১, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৬৪-৪৭০, আর রওযাতুন নাদিয়্যা ১/১৮১।
৮। সহীহ্ : সহীহ্ আবূ দাউদ ৩১৮, কিতাবুত তাহারাত : বাবুত তায়াম্মুম, আবূ দাউদ ৩২৭।
৯। বুখারী ৩৩৮, কিতাবুত তায়াম্মুম : বাবুল মুতাইমমিমে হাল ইউনফাখু ফীহিমা, মুসলিম ৩৬৮, কিতাবুল হায়েয বাবুত তায়াম্মুম।

যে বর্ণনায় মুখমণ্ডল ও হাতের জন্য পৃথক পৃথক মাটিতে হাত মারার বিবরণ রয়েছে, সেটি যয়ীফ। যেমন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلٰى الْمِرْفَقَيْنِ.

তায়াম্মুমের জন্য দুবার মাটিতে হাত মারতে হয়। একবার মুখমণ্ডলের জন্য আর একবার কনুই পর্যন্ত হাতের জন্য।[১০]

আসলে এই হাদীসটি মাওকুফ হাদীস। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) লিখেছেন, ইমামগণ এই হাদীসের মাওকুফ হওয়াকেই সঠিক বলেছেন।[১১]

(জমহুর, আহমাদ, ইসহাক রহঃ) : মুখমণ্ডল ও দুই হাতের জন্য কেবল একবার মাটিতে হাত মারার নাম হল তায়াম্মুম। আলী, আম্মার, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), ইমাম আতা (রহঃ), ইমাম মাকহুল, ইমাম আওযায়ী এবং ইমাম শা'বী (রহঃ) ও এ কথাই বলেছেন।

(মালেক, শাফেয়ী রহঃ) : মাটিতে দুবার হাত মারার নাম হল তায়াম্মুম। একবার মুখমণ্ডলের জন্য আরও একবার কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য। ইবনু উমার, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), ইমাম ইব্রাহীম, ইমাম হাসান, ইমাম সুফিয়ান, ইমাম সওরী (রহঃ) দেরও এটাই মত।

(সায়ীদ বিন মুসাইইব, ইবনু সীরিন রহঃ) : মাটিতে তিনবার হাত মারা ওয়াজেব। একবার মুখমণ্ডলের জন্য একবার দু হাতের জন্য এবং আরেকবার বাহুর জন্য।[১২]

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক ঃ জমহুর ওয়ালাদের মতামত সঠিক।

(নওয়াবী রহঃ) : এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৩]

(শওকানী রহঃ) : সত্য কথা হল সহীহাইনে আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের জন্য একবারই মাটিতে হাত মারতে হবে।[১৪]

(আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহঃ) : এত কথাই বলেছেন।[১৫]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ) : এ কথাই বলেছেন।[১৬]

১০। যয়ীফ : ইরওয়ালুল গালীল ১/১৮৫, দারাকুতনী ১/১৮০, হাকিম ১/১৭৯, বাইহাক্বী ১/২-০৭, এর সনদে আলি ইবনু যুবইয়ান বর্ণনাকারীকে হাফিয ইবনু হাজার, ইবনু কাত্তান এবং ইবনু মায়ীন যয়ীফ বলেছেন — তালখীসুল হাবীর ১/১৫১।

১১। বুলুগুল মারাম ১১৮।

১২। ফাতুহল বারী ১/৬০৬, নাইলুল আওতার ১/৩৮৯, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৬৬, আত্ তাজুল মাযহাব ১/৫৫, মুগনিল মুহতাজ ১/৯৯, আলহিদায়া ১/২৫, আল ইনসাফ ১/৩০১, আর রাওযুন নাযির ১/৪৬৩, আল মুহাল্লা লি ইবনে হাজম ২/১৪৬।

১৩। আল্ মাজমূ ২/২১০।

১৪। নাইলুল আওতার ১/৩৯০।

১৫। তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১/৪৭০।

১৬। আর রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/১৮১

৯ম পর্ব

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যভিচার ও সমকাম

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

সমকামের চিকিৎসা

সমকামের নেশা থেকে বাঁচার উপায় অবশ্যই রয়েছে। তবে তা এ জাতীয় রোগীর পক্ষ থেকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে দু'প্রকার —

রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা ঃ—

তা আবার দু-ধরণের —

দৃষ্টিশক্তি হিফাযতের মাধ্যমে ঃ—

কারণ দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর যা শুধু মানুষের আফসোসই বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তা হলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর উৎসাহ জন্ম নিবে না। এছাড়াও দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ—

১। তাতে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ মানা হয়। যা ইবাদাতেরই একাংশ এবং ইবাদাতের মধ্যেই সমূহ মানব কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২। বিষাক্ত তিরের প্রভাব থেকে অন্তর বিমুক্ত থাকে। কারণ দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর।

৩। মন সর্বদা আল্লাহ্ অভিমুখী থাকে।

৪। মন সর্বদা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী থাকে।

৫। অন্তরে এক ধরণের নূর তথা আলো জন্ম নেয় যার দরুন সে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই ধাবিত হয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ.

অর্থ ঃ (হে রসূল!) তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফাযত করে (সূরা নূর ৩০)।

এর কয়েক আয়াত পরই আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলাই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। (সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে) তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার। যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ।

৬। হক্ব ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিশেষ প্রভেদজ্ঞান সৃষ্টি হয় যার দরুন দৃষ্টি সংযতকারীর যে কোনও ধারণা অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ্ তাআলা লূত্ব সম্প্রদায়ের সমকামীদেরকে অন্তর্দৃষ্টিশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

অর্থ ঃ আপনার জীবনের কসম! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে তথা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে (সূরা হিজর ৭২)।

৭। অন্তরে দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও শক্তি জন্ম নেয় এবং মানুষ তাকে সম্মান করে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَ لٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ ঃ সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্ তাআলা, তদীয় রসূল ও (সত্যিকার) ঈমানদারদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তো তা জানে না (সূরা মুনাফিকূন ৮)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন —

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.

অর্থ ঃ কেউ ইজ্জত ও সম্মান চাইলে সে যেন জেনে

রাখে, সকল সম্মানই তো আল্লাহ্ তাআলার। (অতএব তাঁর কাছেই তা কামনা করতে হবে। অন্যের কাছে নয়) তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ তথা যিকির ইত্যাদি আরোহণ করে এবংনেক আমল তিনিই উন্নীত করেন (সূরা ফাত্বির ১০)।

সুতরাং আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমেই তাঁরই নিকট সম্মান কামনা করতে হবে।

৮। তাতে মানব অন্তরে শয়তানের ঢোকার সুগম পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সে দৃষ্টি পথেই মানব অন্তরে প্রবেশ করে খালি স্থানে বাতাস প্রবেশের চাইতেও অতি দ্রুত গতিতে। অতঃপর সে দেখা বস্তুটির সুদৃশ্য দৃষ্টি ক্ষেপণকারীর মানসপটে স্থাপন করে। সে দৃষ্ট বস্তুটির মূর্তি এমনভাবে তৈরি করে যে, অন্তর তখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়। এরপর সে অন্তরকে অনেক ধরণের আশা ও অঙ্গীকার দিতে থাকে। অন্তরে উত্তরোত্তর কুপ্রবৃত্তির তাড়না জাগিয়ে তোলে। সে মনের মাঝে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাতে বহু প্রকারের গুনাহ্র জ্বালানি যোগান দিয়ে আরও উত্তপ্ত করতে থাকে। অতঃপর হৃদয়টি সে উত্তপ্ত আগুনে লাগাতার পুড়তে থাকে। সে অন্তর্দাহ থেকেই বিরহের উত্তপ্ত ঊর্ধ্বশ্বাসের সৃষ্টি।

৯। অন্তর সর্বদা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায়। অবৈধ দৃষ্টি ক্ষেপণে মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর গাফিল হয়ে যায়। প্রবৃত্তি পূজায় ধাবিত হয় এবং সকল ব্যাপারে এক ধরণের গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে এদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

অর্থঃ যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে এমনকী যার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করেছে আপনি তার আনুগত্য করবেন না (সূরা কাহ্ফ ২৮)।

১০। অন্তর ও দৃষ্টির মাঝে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি খারাপ হলে অন্যটি খারাপ হতে বাধ্য। তেমনিভাবে একটি সুস্থ থাকলে অন্যটিও সুস্থ থাকতে বাধ্য। সুতরাং যে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার অন্তরও তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

তা থেকে দূরে রাখে এমন বস্তু নিয়ে ব্যস্ততার মাধ্যমে :

আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে অধিক ভয় বা অধিক ভালোবাসা। অর্থাৎ অন্যকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা না পাওয়ার আশঙ্কা করা অথবা আল্লাহ্ তাআলাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তিনি ভিন্ন অন্যকে আর ভালোবাসার সুযোগ না পাওয়া যার ভালোবাসা আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসার অধীন নয়। কারণ, এ কথা একেবারেই সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলা মানব অন্তরে জন্মগতভাবেই এমন এক শূন্যতা রেখে দিয়েছেন যা একমাত্র তাঁরই ভালোবাসা পরিপূর্ণ করতে পারে। সুতরাং কারোর অন্তর উক্ত ভালোবাসা থেকে খালি হলে তিনি ভিন্ন অন্যদের ভালোবাসা তার অন্তরে অবশ্যই জায়গা করে নিতে চাইবে। তবে কারোর মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি গুণ থাকলেই সে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যা নিম্নরূপ :

১। বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি। যার মাধ্যমে সে প্রিয়-অপ্রিয়ের স্তরসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তখনই সে মূল্যবান বন্ধুকে পাওয়ার জন্য নিম্নমানের বন্ধুকে ছাড়তে পারবে এবং বড়ো বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ছোটো বিপদ মাথা পেতে মেনে নিতে পারবে।

২। ধৈর্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার উপর নির্ভর করে সে উক্ত কর্মসমূহ আঞ্জাম দিতে পারবে। কারণ, এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ রয়েছে। তবে সে তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি না থাকার দরুন।

সুতরাং কারোর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসার অধীন নয় তার ভালোবাসা একত্র হতে পারে না এবং যার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা নেই সেই একমাত্র মহিলাদের অথবা শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের ভালোবাসায় মত্ত থাকতে পারে।

দুনিয়ার কোনো মানুষ যখন তাঁর ভালোবাসায় কারোর অংশীদারী সহ্য করতে পারে না তখন আল্লাহ্ তাআলা কেন তাঁর ভালোবাসায় অন্যের অংশীদারী সহ্য করবেন? এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ভালোবাসায় শির্ক কখনোই ক্ষমা করবেন না।

ভালোবাসার আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১। সাধারণ সম্পর্ক জাতীয় ভালোবাসা যার দরুন এক

জনের মন অন্য জনের সঙ্গে লেগে যায়। আরবী ভাষায় এ সম্পর্ককে '**আলাক্বাহ**' বলা হয়।

২। ভালোবাসায় মন উপচে পড়া। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে '**স্বাবাবাহ**' বলা হয়।

৩। এমন ভালোবাসা যা মন থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে '**গারাম**' বলা হয়।

৪। নিয়ন্ত্রণহীন ভালোবাসা। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে '**ইশক্ব**' বলা হয়। এ জাতীয় ভালোবাসা আল্লাহ্ তাআলার শানে প্রযোজ্য নয়।

৫। এমন ভালোবাসা যার দরুন প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে 'শওক্ব'বলা হয়। এমন ভালোবাসা আল্লাহ্ তাআলার শানে অবশ্যই প্রযোজ্য।

উবাদাহ্ বিন স্বামিত, আয়েশা, আবু হুরাইরাহ্ ও আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ، وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهُ.

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ চায় আল্লাহ্ তাআলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ চায় না আল্লাহ্ তাআলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন না (বুখারী হাদীস ৬৫০৭, ৬৫০৮, মুসলিম, হাদীস ২৬৮৩, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬)।

৬। এমন ভালোবাসা যার দরুন কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকের একান্ত গোলাম হয়ে যায়। এ জাতীয় ভালোবাসাই শির্কের মূল। কারণ, ইবাদতের মূল কথাই তো হচ্ছে, প্রিয়ের একান্ত আনুগত্য ও অধীনতা। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলার নিকট মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক গুণ হচ্ছে তাঁর 'আব্দ' বা সত্যিকার গোলাম হওয়া তথা বিনয় ও ভালোবাসা নিয়েই আল্লাহ্ তাআলার অধীনতা স্বীকার করা। এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা ইসলামের মূল কথাও বটে। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)- কে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে 'আব্দ' শব্দে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা দাওয়াতী ক্ষেত্রে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) - কে 'অব্দ' শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا.

অর্থাৎ : আর যখন আল্লাহ্র বান্দাহ্ (রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে (আল্লাহ্ তাআলাকে) ডাকার (তাঁর ইবাদত করার) জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা (জিনরা) সবাই তাঁর নিকট ভিড় জমালো (সূরাহ্ জিন ১৯)।

আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়াতের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-কে 'আব্দ' শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ.

অর্থাৎ : আমি আমার বান্দাহ্র (রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের) প্রতি যা অবতর্ণ করেছি তোমরা যদি তাতে সন্দিহান হও তবে সেরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো (সূরা বাক্বারাহ্ ২৩)।

আল্লাহ্ তাআলা ইসরা'র ক্ষেত্রেও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-কে 'আব্দ' শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

অর্থাৎ পবিত্র সে সত্তা যিনি নিজ বান্দাহ্কে (রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে) রাত্রিবেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসায় (বাইতুল মাক্বাদিসে) (সূরা ইস্রা ১)।

সুপারিশের হাদীসের মধ্যেও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-কে 'আব্দ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর নিকট সুপারিশ চাওয়া হলে তিনি বলবেন :

اِئْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ، عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.

অর্থাৎ তোমরা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্ তাআলার এমন এক বান্দাহ্ যাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন (বুখারী হাঃ নং ৭৪৪০)।

উক্ত হাদীসে সুপারিশের উপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ক্ষমা প্রাপ্ত আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বান্দাহ্ হওয়ার দরুন।

উক্ত নিরেট ভালোবাসা বান্দাহ্র নিকট আল্লাহ্ তাআলার একান্ত প্রাপ্য হওয়ার দরুন আল্লাহ্ তাআলা তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে বন্ধু বা সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ.

অর্থ : তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু এবং সুপারিশকারী নাই (সূরাহ্ সাজদাহ্ ৪)।

তিনি আরো বলেন —

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ.

অর্থাৎ ওদের(মুমিনদের) জন্য তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) ভিন্ন না আছে কোনো বন্ধু আর না আছে কোনো সুপারিশকারী (সূরাহ্ আনআম ৫১)।

তেমনিভাবে পরকালে তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু কারোর কাজেও আসবে না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَ لَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَآءَ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থাৎ তাদের ধন-সম্পদ এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু সে দিন তাদের কোনো কাজে আসবে না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (সূরা জাসিয়াহ্ ১০)।

মূল কথা, ভালোবাসায় আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরীক করে সত্যিকার ইবাদত করা যায় না। তবে আল্লাহ্ তাআলার জন্য কাউকে ভালোবাসা এর বিপরীত নয়। বরং তা আল্লাহ্ তাআলাকে ভালোবাসার পরিপূরকও বটে।

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَ أَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ أَعْطَى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانُ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালোবাসলো, আল্লাহ্র জন্য কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আল্লাহ্র জন্য কাউকে দিলো এবং আল্লাহ্র জন্য কাউকে বঞ্চিত করলো সে যেন নিজ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো (আবূ দাউদ হাঃ ৪৬৮১, সূত্র হাসান)।

এমনকী রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর ভালোবাসাকে অন্য সবার ভালোবাসার উপর প্রাধান্য না দিলে সে ব্যক্তি কখনো পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার জন্য কাউকে ভালোবাসা যতই কঠিন হবে ততই আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা কঠিন হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভালোবাসা আবার চার প্রকার। যে গুলোর মধ্যে ব্যবধান না জানার দরুনই অনেকে এক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়। আর তা নিম্নরূপ :

ক) আল্লাহ্ তাআলাকে ভালোবাসা। তবে তা নিরেট ভালোবাসা না হলে কখনো তা কারোর ফায়দায় আসবে না।

খ) আল্লাহ্ তাআলা যা ভালোবাসেন তাই ভালোবাসা। যে এ ভালোবাসায় যত অগ্রগামী সে আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসায় তত অগ্রগামী।

গ) আল্লাহ্ তাআলার জন্য ভালোবাসা। এ ভালোবাসা উক্ত ভালোবাসার পরিপূরক।

ঘ) আল্লাহ্ তাআলার সাথে অন্য কাউকে তাঁর সমপর্যায়েই ভালোবাসা। আর এটিই হচ্ছে শির্ক।

আরো এক প্রকারের ভালোবাসা রয়েছে যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আর তা হচ্ছে স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমন স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা।

৭। চূড়ান্ত ভালোবাসা। এমন চরম ভালোবাসা যে, প্রেমিকের অন্তরে আর কাউকে ভালোবাসার কোনো জায়গাই থাকে না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে 'খুল্লাহ্' এবং এ জাতীয় প্রেমিককে 'খালীল' বলা হয়। আর এ জাতীয় ভালোবাসা শুধুমাত্র দুজন নাবীর জন্যই নির্দিষ্ট। যাঁরা হচ্ছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)।

জুন্দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

আমি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন :

إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يَّكُوْنَ لِىْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلًا، كَمَااتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، وَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِىْ خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার খলীল হোক এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট মুক্তি চাচ্ছি। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে নিজ খলীল হিসাবে চয়ন করেছেন। যেমনিভাবে চয়ন করেছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে খলীল বানাতাম তা হলে আবু বকরকেই আমার খলীল বানাতাম (মুসলিম হাদীস নং ৫৩২)।

খলীলের চাইতে হাবীব কখনো উন্নত হতে পারে না। কারণ, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাউকে নিজ খলীল বানাননি। তবে আয়েশা তাঁর হাবীবাহ্ ছিলেন এবং আবু বকর, উমার ও অন্যান্যরা তাঁর হাবীব ছিলেন।

এ কথা সবার জানা থাকা প্রয়োজন যে, ভালোবাসার পাত্র আবার দু প্রকার। যা নিম্নরূপ :

ক) স্বকীয়ভাবে যাকে ভালোবাসতে হয়। অন্য কারোর জন্য তার ভালোবাসা নয়। আর তা এমন সত্তার ব্যাপারে হতে পারে যার গুণাবলী চূড়ান্ত পর্যায়ের ও চিরস্থায়ী এবং যা তার থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, মানুষ কাউকে দু' কারণেই ভালোবাসে। আর তা হচ্ছে মহত্ব ও পরম সৌন্দর্য। উক্ত দুটি গুণ আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়েরই রয়েছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব একান্ত স্বকীয়ভাবে তাঁকেই ভালোবাসতে হবে। তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সব কিছু দেন, সুস্থ রাখেন, সীমাহীন করুণা করেন, তাঁর শানে অনেক অনেক দোষ করার পরও তিনি তা লুকিয়ে রাখেন এবং ক্ষমা করে দেন, তিনি আমাদের দুআ কবুল করেন, আমাদের সকল বিপদাপদ কাটিয়ে দেন অথচ আমাদের প্রতি তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরই ছত্রছায়ায় বান্দাহ্ তার প্রবৃত্তির সকল চাহিদা মিটিয়ে নেয় যদিও তা তাঁর বিধান বিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা তাঁকেই ভালো না বেসে আর কাকে ভালোবাসবো ? বান্দাহ্‌র প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে শুধু কল্যাণই কল্যাণ নেমে আসে অথচ তাঁর প্রতি বান্দাহ্‌র পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময় খারাপ আমলই উঠে যায়, তিনি অগণিত নিয়ামত দিয়ে বান্দাহ্‌র প্রিয় হতে চান অথচ তিনি তার মুখাপেক্ষী নন আর বান্দাহ্ গুনাহ্‌র মাধ্যমে তাঁর অপ্রিয় হতে চায় অথচ সর্বদা সে তাঁর মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কখনো বন্ধ হয় না আর বান্দাহ্‌র গুনাহও কখনো কমে না।

দুনিয়ার কেউ কাউকে ভালোবাসলে স্বার্থের জন্যই ভালোবাসে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহ্‌কে ভালোবাসেন একমাত্র তারই কল্যাণে। তাতে আল্লাহ্ তাআলার কোনো লাভ নেই।

দুনিয়ার কেউ কারোর সাথে কখনো লেনদেন করে লাভবান না হলে সে তার সাথে দ্বিতীয়বার আর লেনদেন করতে চায় না। লাভ ছাড়া সে সামনে এক কদমও বাড়ায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহ্‌র সাথে লেনদেন করেন একমাত্র তারই লাভের জন্য। নেক আমলকে দশ থেকে সাতশ পর্যন্ত আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি করেন। আর গুনাহ্‌কে এক এবং অন্য নেক আমল বা তাওবার মাধ্যমে মার্জনা করে দেন।

আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহ্‌কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই জন্য। আর দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বান্দাহ্‌র জন্য।

বান্দাহ্‌র সকল চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাঁরই নিকটে। তিনিই সবচেয়ে বড়ো দাতা। বান্দাহ্‌কে তিনি তাঁর নিকট চাওয়া ছাড়াই আশাতীত অনেক কিছু দেন। তিনি বান্দাহ্‌র পক্ষ থেকে কম আমলে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁর নিকট তা ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকেন এবং গুনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁর নিকট বার বার কোনো কিছু চাইলে বিরক্ত হন না। বরং এর বিপরীতে তিনি তাতে প্রচুর সন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর নিকট কেউ কিছু না চাইলে খুব রাগ করেন।

আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি রক্ষা করে চলার নামই বিলায়াত। যার মূলে রয়েছে তাঁর একান্ত ভালোবাসা। শুধু স্বলাত, সিয়াম কিংবা মুজাহাদার নামই বিলায়াত নয়। বান্দাহ্‌র খারাপ কাজে তিনি লজ্জা পান। কিন্তু বান্দাহ্ তাতে একটুও লজ্জা পায় না। তিনি বান্দাহ্‌র গুনাহ্ সমূহ লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু বান্দাহ্ তার গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখতে রাজি নয়। তিনি বান্দাহ্‌কে অগণিত নিয়ামত দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি

কামনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বান্দাহ্ তা করতে অস্বীকার করে। তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে রসূল ও তাদের নিকট কিতাব পাঠান। এরপরও তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রতি শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেন : কে আছো আমার কাছে চাইবে আমি তাকে সবই দেবো। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। তিনি বান্দাহ্র প্রতি এতো মেহেরবান যে মাও তার সন্তানের প্রতি এতো মেহেরবানী করে না। বান্দাহ্র তাওবা দেখে তিনি এতো বেশি খুশি হন যতটুকু খুশি সে ব্যক্তিও হয় না যে ধূ ধূ মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয়সহ তার সওয়ারী হারিয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তা ফিরে পেয়েছে। তার আলোকে দুনিয়া আলোকিত। তিনি সর্বদা জাগ্রত। তাঁর জন্য কখনো ঘুম শোভা পায় না। তিনি সত্যিকার ইনসাফগার। তাঁর নিকট রাত্রের আমল উঠে যায় দিনের আমলের পূর্বে। দিনের আমল উঠে যায় রাতের আমলের পূর্বে। নূরই তাঁর আচ্ছাদন। সে আচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে তাঁর চেহারার আলোকরশ্মি তাঁর দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত তাঁর সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সুতরাং একমাত্র তাঁকেই ভালোবাসতে হবে।

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নিয়ামত হবে সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎলাভ। আর আত্মার সর্বচূড়ান্ত স্বাদ তাতেই নিহিত রয়েছে। তা এখন থেকেই তাঁর ভালোবাসার মধ্যে দুনিয়াতে আত্মার সমূহ তৃপ্তি নিহিত। এটাই মুমিনের জন্য দুনিয়ার জান্নাত। এ কারণেই আলিমগণ বলে থাকেন : দুনিয়ার জান্নাত যে পেয়েছে আখিরাতের জান্নাত সেই পাবে। তাই আল্লাহ্ প্রেমিকদের কখনো কখনো এমন ভাব বা মজা অনুভব হয় যার দরুন সে বলতে বাধ্য হয় যে, এমন মজা যদি জান্নাতীরা পেয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চয়ই তাঁরা সুখে রয়েছেন।

খ) অন্যের জন্য যাকে ভালোবাসতে হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসতে হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যই ভালোবাসতে হবে। স্বকীয়ভাবে নয়। তবে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার জন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা কখনো মনের বিপরীতও হতে পারে। তবে তা তাঁর জন্যই মেনে নিতে হবে যেমনিভাবে সুস্থতার জন্য অপছন্দ পথ্য খাওয়া মেনে নিতে হয়।

অতএব সর্ব নিকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে ভালোবাসা। আর সর্বোৎকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসার বস্তুকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া।

ভালোবাসাই সকল কাজের মূল। চাই সে কাজ ভালোই হোক বা খারাপ। কারণ, কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলেই তার মর্জিমাফিক কাজ করতে ইচ্ছা হয় এবং কোনো বস্তুকে ভালোবাসলেই তা পাওয়ার জন্য মানুষ কর্মোদ্যোগী হয়। সুতরাং সকল ধর্মীয় কাজের মূল হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা ও তদীয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর ভালোবাসা। যেমনিভাবে সকল ধর্মীয় কথার মূল হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা ও তদীয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস।

কোনো ভালোবাসা কারোর জন্য লাভজনক প্রমাণিত হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য লাভজনক হতে বাধ্য। আর কোনো ভালোবাসা কারোর জন্য ক্ষতিকর হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য। তাই আল্লাহ্ তাআলাকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা বান্দার্র কল্যাণেই আসবে। ঠিক এরই বিপরীতে কোনো সুন্দরী মেয়ে অথবা শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন কোনো ছেলেকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা কখনোই বান্দাহ্র কল্যাণে আসবে না। বরং তা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হবে।

সুন্দরী কোনো নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন কোনো ছেলেকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, কখনো আল্লাহ্ তাআলার অধিকার ও তার অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে তার অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার জন্য মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করা হয় অথচ আল্লাহ্ তাআলার জন্য মূল্যহীন সম্পদ, তার জন্য মূলবান সময় ব্যয় করা হয় যা আল্লাহ্ তাআলার জন্য করা হয় না, সর্বদা তার নৈকট্যার্জনের চেষ্টা করা হয় অথচ আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যার্জনে একটুও চেষ্টা করা হয় না এমন ভালোবাসা বড় শির্ক যা ব্যভিচার চাইতেও অত্যন্ত মারাত্মক।

১৩শ পর্ব

বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী

মূল ঃ সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান
ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

জুলুম অন্যায়-অত্যাচার করা নিষেধ

৮৭ – عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا رُوِىَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ : يَاعِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِى وَ جَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعَمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ، يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّى فَتَضُرُّوْنِىْ وَ لَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ، يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا، يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا، يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلُوْنِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهٗ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ.

৮৭। আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম কোরো না। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। তবে আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে পথভ্রষ্ট নয়। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হিদায়াত চাও — আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাবার দান করি সে ক্ষুধার্ত নয়; সুতরাং তোমরা আমার নিকটই খাবার চাও — আমি তোমাদেরকে খাবার দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা বিবস্ত্র, তবে আমি যাকে পোশাক দান করি সে বিবস্ত্র নয়; সুতরাং, আমার নিকট তোমরা বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিন-রাত্রি পাপ করো, অথচ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিই। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনও আমার কোনও ক্ষতি বা উপকার করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ (অর্থাৎ সবাই) এবং জ্বীন ও ইনসানগণ যদি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাকীর মত মুত্তাকীও হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্বের একটুও বাড়বে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম জন ও সর্বশেষ জন (অর্থাৎ সবাই) ও তোমাদের জ্বীনগণ ও তোমাদের ইনসানগণ তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পাপীর মত পাপীও হয়ে যায় তবু এতে আমার রাজত্বের একটুও কমবেনা।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম জন ও সর্বশেষ জন (অর্থাৎ সবাই) ও তোমাদের জ্বীনগণ ও তোমাদের

ইনসানগণ কোনও উঁচু স্থানে চড়ে আমার নিকট কোনও কিছু চাও আর যদি আমি তোমাদেরকে তা দিই তবে আমার নিকট যা আছে, তার কিছুই কমবে না। তবে ততটুকু কমবে যতটুকু নাকি একটি সাগরের মধ্যে একটি সুঁচকে ডুবিয়ে দিয়ে আনলে কমে। এটাতো কেবলমাত্র নেক আমলই যা আমি তোমাদের জন্য গণ্য করি; অতঃপর এর পুরস্কার দিব। অতএব, যে ব্যক্তি কোনও নেক আমল করে সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি মন্দ আমল করে সে যেন শুধু নিজেকেই দোষারোপ করে (সহীহ্ হাদীস মুসলিম ৬৭৩৭)।

নোট : জুলুম হলো সর্বাপেক্ষা মন্দ গুণ। আর এটাই মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে। আল্লাহ্ এটাকে হারাম করে দিয়েছেন, যে মুসলিম জুলুম করে সে প্রকৃত মুসলিম নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক আল্লাহ্ চান যে, আমরা যেন আমাদের মাঝে সর্বতো ন্যায় প্রতিষ্ঠা (চর্চা) করি।

প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ

৮৮ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً

৮৮। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বলেন : তার চেয়ে বেশি জালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে? তাহলে সে যেন একটি অণু সৃষ্টি করে অথবা সে যেন একটি শস্যদানা বা যবের দানা সৃষ্টি করে (বুখারী হাদীস নং ৭১২০ ও মুসলিম)।

নোট : প্রাচীনকাল থেকেই মুসলিম পন্ডিতগণ (ফকীহ্‌গণ) প্রাণীর ছবি আঁকাকে হারাম (অবৈধ) বলে বিবেচনা (মনে) করে আসছেন — যেমনটি এ হাদীসে বলা হয়েছে। যা হোক, তাঁরা পাসপোর্ট, আই.ডি.কার্ড ইত্যাদি জরুরী ক্ষেত্রে ছবিকে জায়েজ বা বৈধ মনে করেন। স্মৃতিচারণের জন্য ছবি বা প্রতিকৃতি নাজায়েয (অবৈধ) বা হারাম।

ঝগড়াকারীদের শাস্তি

৮৯ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِىْ كُلِّ اثْنَيْنِ وَ خَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْمَلَائِكَةِ ذَرُوْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

৮৯। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয়। তখন আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বান্দাকেই ক্ষমা করে দেন, তবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে ও পরস্পর ঝগড়া করে তাদেরকে ক্ষমা করেন না, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলেন : এ উভয় দলকে সংশোধন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও (মুসনাদে আহমাদ ৭৬৩৯, সূত্র সহীহ্)।

নোট : এ হাদীস থেকে যেমনটি বুঝার কথা তা হলো কোনো মুসলিমের সাথে ঝগড়া হলে সংশোধনের জন্য তিন দিন সময় থাকে। অপর মুসলিমকে তিন দিনের বেশি সময় রাগ করে পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ্ এবং এ কাজ অন্যান্য আমলে সালেহের পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত করে যতক্ষণ না আপোষ-মীমাংসা করা হয়।

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উম্মাতের (অনুসারীদের) ফযীলত

৯০ ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ فَيُقَالُ لِاُمَّتِهٖ هَلْ بَلَّغَكُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ وَ اُمَّتُهٗ

فَيَشْهَدُوْنَ اَنَّـهٗ قَدْ بَلَّغَ، وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهٗ وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

৯০। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : কিয়ামতের দিন নূহ (আলাইহিস্ সালাম)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি বলেন : হে আমার প্রভু ! আমি হাজির, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রস্তুত আছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি তোমার উম্মতের নিকট আমার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছ। তখন তিনি বলবেন : হ্যাঁ, তখন তাঁর উম্মাতকে জিজ্ঞাসা করা হবে : তিনি কি তোমাদের নিকট আমার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন ? তারা বলবে : আমাদের নিকট কোনো সতর্ককারী (নাবী) আসেনি।

তখন আল্লাহ্ নূহ (আলাইহিস্ সালাম)-কে বলবেন : তোমার সাক্ষী কে ? তখন তিনি বলবেন মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতগণ তারা সাক্ষী দেয় যে, নিশ্চয় তিনি দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীদাতা হবেন। আর একারণেই আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন — وَ كَذٰلِكَ ..... شَهِيْدًا.

অর্থাৎ এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও এবং আল্লাহ্র রসূলও তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন (সূরা বাকারাহ্ আয়াত নং ১৪৩) (সহীহ্ হাদীস, বুখারী ৪৪৮৭, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)।

নোট : যেহেতু মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সর্বাপেক্ষা সম্মানিত নাবী, সেহেতু তাঁর উম্মতও শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং তারাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা শেষ নাবীর উম্মত কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার বেলায় প্রথম, তারা (উম্মতে মুহামমাদী) যে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে, অন্যান্য উম্মতগণ সে সুবিধা পায়নি। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উম্মতের একটি পাপের জন্য একটি পাপই গণনা করা হয়, কিন্তু তাদের একটি পুণ্যের (সাওয়াবের) জন্য কমপক্ষে দশটি সওয়াব লেখা হয়।

٩١ ــ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ بِمِثْلِ الْمِرْاٰةِ الْبَيْضَاءِ فِيْهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذِهٖ ؟ قَالَ هٰذِهِ الْجُمُعَةُ جَعَلَهَا اللّٰهُ عِيْدًا لَكَ وَ لِاُمَّتِكَ فَاَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى، فِيْهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ : قُلْتُ مَا هٰذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ ؟ قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَقُوْمُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ نَحْنُ نَدْعُوْهُ عِنْدَنَا الْمَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ : مَا يَوْمُ الْمَزِيْدِ ؟ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ فِى الْجَنَّةِ وَادِيًا اَفْيَحَ وَجَعَلَ فِيْهِ كُثْبَانًا مِنَ الْمِسْكِ الْاَبْيَضِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَنْزِلُ اللّٰهُ فِيْهِ فَوُضِعَتْ فِيْهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ لِلْاَنْبِيَاءِ وَ كَرَاسِىُّ مِنْ دُرٍّ لِلشُّهَدَاءِ وَ يَنْزِلْنَ الْحُوْرُ الْعِيْنُ مِنَ الْغُرَفِ فَحَمِدُوا اللّٰهَ وَ مَجَّدُوْهُ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ : اُكْسُوْا عِبَادِىْ فَيُكْسَوْنَ وَ يَقُوْلُ اَطْعِمُوْا عِبَادِىْ فَيُطْعَمُوْنَ يَقُوْلُ اِسْقُوْا عِبَادِىْ فَيُسْقَوْنَ وَ يَقُوْلُ طَيِّبُوْا عِبَادِىْ فَيُطَيَّبُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ مَاذَا تُرِيْدُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا رِضْوَانَكَ قَالَ يَقُوْلُ : رَضِيْتُ عَنْكُمْ ثُمَّ يَاْمُرُهُمْ فَيَنْطَلِقُوْنَ وَ تَصْعَدُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ الْغُرَفَ وَ هِىَ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ وَ مِنْ يَا قُوْتَةٍ حَمْرَاءَ.

৯১। আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন,

একবার জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে একটি সাদা আয়না এনে দিয়েছিল। তাতে একটি সাদা বিন্দু ছিল। আমি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললাম, হে জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এটা কী? তিনি (আলাইহিস্ সালাম) বলেন : এটা জুমুআর দিন। এটাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য এবং আপনার উম্মতের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইহুদী ও নাসারাদের ওপর তোমাদের মর্যাদা (ফযীলত) দান করা হয়েছে। এদিনে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন বান্দা কোনো কিছু চাইলে তা তাকে দেওয়া হয়। এরপর আমি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললাম : হে জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এ কালো বিন্দুটি কী? তিনি (আলাইহিস্ সালাম) বলেন : এটা কিয়ামত দিবস — তা জুমুআর দিনেই সংঘটিত হবে। আমরা ফেরেশতারা এটাকে মাযীদ বলি।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন : আমি বললাম, মাযীদের দিন কী? তিনি (আলাইহিস্ সালাম) বলেন : আল্লাহ্ জান্নাতে বিরাট উপত্যকা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে সাদা মেশকের স্তূপ সৃষ্টি করেছেন, জুমুআর দিন আল্লাহ্ (নিকট আসমানে) অবতরণ করেন। সেদিন নাবীদের জন্য সোনার মিম্বার স্থাপন করা হয়। শহীদদের জন্য মণি-মুক্তার চেয়ার স্থাপন করা হয়। আর ডাগর ডাগর নয়ন ওয়ালা কুমারীগণ উপরের কক্ষসমূহ থেকে অবতরণ করে। তারা সবাই আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও তাঁর মহিমা গায়।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : (হে ফেরেশতারা) তোমরা আমার বান্দাদেরকে পোষাক পরিধান করাও। তখন তাদেরকে পোষাক পরিধান করানো হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাদেরকে খাবার খাওয়াও। তখন আমার বান্দাদেরকে খাবার খাওয়ানো হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাদেরকে পানীয় পান করাও। তখন তাদেরকে পানীয় পান করানো হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাদেরকে সুঘ্রাণ মাখিয়ে দাও। তখন তাদেরকে সুঘ্রাণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন : তোমরা কী চাও? তখন তারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : তখন আল্লাহ্ বলেন : আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে চলে যেতে আদেশ দিলে তারা চলে যায়। আর ডাগর ডাগর নয়নওয়ালা কুমারীরা উপরের কক্ষসমূহে উঠে যায়। আর সেসব কক্ষসমূহ সবুজ পান্না ও ইয়াকুত পাথরের তৈরি (সহীহ্ হাদীস, মুসনাদে আবু ইয়ালা ১৭৫)।

ফজর স্বলাত

মূল ঃ পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার
অনুবাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্ফান

ফজরের স্বলাতের ফযীলত

১। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

অর্থাৎ সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত স্বলাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের স্বলাত; ফজরের স্বলাত উপস্থিতির সময় (সূরা বানী ইসরাঈল ৭৮)।

২। আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ফজর ও আসর স্বলাত আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল'' (বুখারী, মুসলিম)।

৩। আবু যুহাইর আম্মারাহ্ বিন রুয়াইবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে স্বলাত আদায় করলো সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ ফজর ও আসর)'' (মুসলিম)।

৪। জুনদুব ইবনে সুফয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি ফজরের স্বলাত আদায় করলো, সে আল্লাহ্র যিম্মায়, সুতরাং হে আদম সন্তান, দেখো, আল্লাহ্ তোমার নিকট থেকে নিশ্চয়ই এ যিম্মাদারীর জন্য কিছুই চান না (মুসলিম)।

৫। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ফজরের স্বলাত জামাআতের সাথে আদায় করলো, সে যেন পূর্ণ রাত্রি স্বলাত আদায় করল'' (মুসলিম ও তিরমিযী)।

ফজর স্বলাত ত্যাগ করে ঘুমানোর শাস্তি

সামুরা ইবনে জুনদুবের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'আমরা চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলাম, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, এমন সময় সে উক্ত পাথর দ্বারা শায়িত ব্যক্তির মাথায় আঘাত করল, যার ফলে তারা মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আর পাথরটি ছিটকে দূরে চলে গেল, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি

নিয়ে ফিরামাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে গেল। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবে শাস্তি দিল যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ কে? তখন দুই ফেরেশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, প্রথম ব্যক্তি যার নিকট আপনি এসেছেন, আর তার মাথা পাথর দ্বারা থেতলানো হচ্ছে, সে এমন ব্যক্তি যে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে ও প্রত্যাখ্যান করে এবং ফজর স্বলাত বাদ দিয়ে ঘুমাতো" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১২ তম খণ্ড হাঃ ৭০৪৭)।

ফজর স্বলাতে অলসতাকারী সম্পর্কে শায়খ বিন বাযের (রাহেমাহুল্লাহ) ফতওয়া

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি ফজর স্বলাত ব্যতীত অন্যান্য স্বলাত ঠিকমত আদায় করে, কিন্তু সে ফজর স্বলাত সময়মত আদায় না করে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন বাড়িতে আদায় করে। অতএব এরূপ করা কি জায়েয? পরিশেষে আপনার নিকট তার বিশেষভাবে এ স্বলাত ঠিকমত আদায় ও অন্যান্য বিধান পালনের তাওফীক লাভের জন্য দুআ চায়।

উত্তর ঃ এ একটি বড় সমস্যা, যাতে পতিত হয় বহু সংখ্যক মানুষ। অধিকাংশ লোককে দেখা যায় তারা টেলিভিশন-ডিশ দেখে বা অন্যান্য কাজে রাত্রি জাগরণ করে আর ফজরের সময় হলে ঘুমিয়ে থাকে, স্বলাতের জন্য উঠে না। এ হলো জঘন্য অপরাধ। এমন কাজ করা মুসলিমদের জন্য জায়েয নয়। মানুষ যদি ইচ্ছা পূর্বক তা করে তবে মহাবিপজ্জনক, কেননা কোনো কোনো ইমাম তা ইচ্ছাকৃত সময়মত আদায় না করাকে কুফরীর ফতওয়া দিয়েছেন। তার কারণ রসূলুল্লাহ্(সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস হলো, ‘‘আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো স্বলাত, অতএব যে স্বলাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল" (আহ্লে সুনান কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরো বলেন, ‘‘মুসলিম এবং শিরক বা কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো স্বলাত ছেড়ে দেওয়া" (মুসলিম)।

সুতরাং তার ও যারা রাত্রি জাগরণ করে, আল্লাহ্কে ভয় করা উচিৎ এবং তাদের জন্য জরুরী হলো ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি জাগ্রত হওয়া ও স্বলাতের দিকে ধাবিত হওয়া, যাতে তারা লোকদের সাথে ফজর স্বলাত আদায় করতে পারে।

আর কেউ যদি ফজরে সময় মত না উঠে পার্থিব কাজে যোগ দেওয়ার সময় উঠে, অতঃপর সূর্যোদয়ের পর ফজরের স্বলাত আদায় করে, এও জঘন্য অপরাধ। এ ধরণের লোক শাসনের ও সংশোধনমূলক শাস্তির উপযুক্ত। তাকে তওবা করাতে হবে, যদি সে তওবা করে তো ভালো, নতুবা তার এ কাজের জন্য তাকে হত্যা করতে হবে। প্রশাসনের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, এ ধরণের লোকদেরকে তওবা করানো, যদি তওবা করে ভাল নচেৎ কুফরীর কারণে বা শাস্তিমূলক তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ফল কথা, এটি জঘন্য অপরাধ তা সত্বেও অধিকাংশ লোক এতে পতিত হয়। এর কারণ হলো : রাত্রি জাগরণ করা ও শীঘ্রই না ঘুমানো, যার ফলে স্বলাতের সময় উপস্থিত হলে তারা স্বলাতের জন্য না উঠে মৃতদেহের ন্যায় পড়ে থাকে। এটি অবশ্যই তাদের জন্য ওজর সাব্যস্ত হবে না, সুতরাং তাদের উচিৎ আল্লাহ্কে ভয় করা এবং শীঘ্রই ঘুমানো ও ফজরের আজানের সময় শুনতে পাবে এ ধরণের এলার্মযুক্ত ঘড়ির সহযোগিতা নেওয়া, অথবা জাগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার বা অন্য কারো সাহায্য নেওয়া এবং জামাআতের সাথে স্বলাত আদায় করা। তাদের জন্য বাড়িতে স্বলাত আদায় বা সূর্যোদয়ের পর স্বলাত আদায় করা উচিৎ হবে না। এরূপ করা হারাম ও জঘন্য। এক্ষেত্রে চুপ থাকা জায়েয নয়। তাদের উচিৎ হলো সময় মতো উঠে মসজিদে জামাআতের সাথে স্বলাত আদায় করা। দেরী করে বাড়িতে স্বলাত আদায় করা তাদের জন্য জায়েয নয়। যদিও তা সময় মতো আদায় করে। অনুরূপ উক্ত স্বলাতকে দেরী করে সূর্যোদয়ের পর আদায় করাও জায়েয নয়। এ ধরণের কাজ করা মারাত্মক ও জঘন্য। আমরা আল্লাহ্র নিকট এ থেকে পরিত্রাণ ও ক্ষমা চাই এবং আমরা আল্লাহ্র নিকট প্রশ্নকারী ও অন্যদের জন্য তাওফীক ও হিদায়াত কামনা করি (মাজমু ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাভিয়্যাহ ১২তম খণ্ড ৬৯ পৃঃ)।

ফজর স্বলাতে জাগ্রত হওয়ার কতিপয় উপায়

(১) ঘুমানোর পূর্বে ফজর স্বলাতের সময় জাগ্রত হওয়ার প্রকৃত নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা। (২) শীঘ্রই ঘুমানো ও রাত না জাগা। (৩) আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠভাবে দুআ করা, তিনি যেন ফজর স্বলাতের জন্য জাগিয়ে দেন। (৪) ঘুমানোর পূর্বে অযূ করা ও সুন্নাতি দুআ পাঠ করা। (৫) ফজর স্বলাত ত্যাগ করে ঘুমানো মুনাফিকদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, তা জ্ঞান করা। (৬) পাপাচার থেকে বিরত থাকা, কেননা পাপই হলো প্রত্যেক অপকর্ম ও মন্দের কারণ। (৭) ফজর স্বলাত জামাআতের সাথে আদায় করার সওয়াব ও ফজীলত এবং তা থেকে বিরত থাকলে কী আযাব বা শাস্তি, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। (৮) এলার্মযুক্ত ঘড়ি বা মোবাইল ব্যবহার করা বা কাউকে টেলিফোনে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া। (৯) অন্যান্য ফরয স্বলাত যথাযথ হেফাজত করা, যা তাকে ফজর স্বলাতে উঠার জন্য অনুপ্রানিত করবে। (১০) দুপুরে খাওয়ার পর সামান্য হলেও আরাম ও নিদ্রা, যা তাকে ফজর স্বলাতে উঠার জন্য সহযোগিতা করবে। (১১) যথা সময়ে জাগ্রত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও তাতে ধৈর্যধারণ করা। পরিশেষে যদি ফজর স্বলাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে তা সহজ হয়ে যাবে।

স্বলাতের অভিযোগ

আব্দুর রাকীব বুখারী-মাদানী
প্রভাষক ঃ জামেয়াতুল ইমাম বুখারী, কিষাণগঞ্জ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস স্বলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মাবাদ ঃ

বর্তমান যুগের মুসলিমদের স্বলাতের সাথে যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং স্বলাতকারীদের যে অবস্থা তাতে যেন স্বলাত আল্লাহ্‌র কাছে বহু ফরিয়াদ ও অভিযোগ জানাচ্ছে আর বর্তমান যুগের স্বলাত ও স্বলাত আদায়কারীর করুণ অবস্থা বর্ণনা করছে। একটু শুনুন শেই অভিযোগ সমূহ কী এবং সে সবের রূপ-রেখা ও ধরণ কেমন ?

''হে মহান আল্লাহ্! তুমি আমাকে এত মর্যাদা দিয়েছো যে স্বয়ং তোমার প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মেরাজের মাধ্যমে সপ্তাকাশের উপরে নিয়ে এসে আমাকে তাঁকে প্রদান করলে। আজ লোকেরা মেরাজ ঘটনাকে স্মরণ রেখেছে, তা উদযাপনও করছে কিন্তু আমাকে ভুলে গেছে, আমার কথা স্মরণ করে না, বর্ণনাও করে না।

হে মহান আল্লাহ্! তুমি আমাকে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ বানালে, ইসলামের দ্বিতীয় খুঁটি হওয়ার সম্মান দিলে কিন্তু মুসলিমরা তো আজ আমাকে ছেড়েই নিজেকে খাঁটি মুসলিম বলছে, আসল মুসলিম ভাবছে।

হে মহান আল্লাহ্! তুমি তোমার নাবীর মাধ্যমে উম্মতকে জানিয়ে দিলে যে, তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন যেন তারা তাদের বাচ্চাদের স্বলাত সম্পাদন করার আদেশ দেয় কিন্ত আজ অবস্থা এমন যে অভিভাবকরাই স্বলাত পড়ে না; তারা সন্তানদের আর কী আদেশ করবে !

হে মহান আল্লাহ্! তুমি আদেশ করলে যেন লোকেরা আমাকে দিবা-রাতে পাঁচ বার আদায় করে কিন্তু লোকেরা আজ আমাকে ৭ দিনে মাত্র একবার আদায় করে।

হে আমার রব ! তুমি আমাকে দিনে ৫ বার জামাআতের সাথে সংঘবদ্ধভাবে আদায় করার আদেশ করলে কিন্তু এদের অনেকে তো আমাকে ঘরের কোণে আদায় করে।

হে আমার রব ! তুমি আদেশ দিলে যে, তারা যেন স্বলাতের ডাক শুনলে কেনা-বেচা ও কাজ-কাম ছেড়ে মসজিদে যায় কিন্তু এরা তো সেই সময়ই কেনা-বেচা বেশি করে, আড্ডা দেয়, চায়ের আসরে চা খায়, সিগারেট জ্বালিয়ে লম্বা টান দেয়, টিভি দেখে, খবর শুনে, খবরের কাগজ পড়ে আর অনেকে তো তাদের ঘরের জানালা ও দরজা বন্ধ করে দেয় যেন ভিতরে আজানের আওয়াজ না আসে।

ইয়া আল্লাহ্! তোমার অনেক বান্দা তো দুনিয়াবি জটিল জটিল বড়ো বড়ো বিদ্যা অর্জন করেছে, উঁচু উঁচু ডিগ্রি নিয়েছে। সেই ডিগ্রির সংকেত ড. /মা. দেখে লোকেরা তাদের মঞ্চের উপরে স্থান দেয়, তাদের কথা মন দিয়ে শুনে। কিন্তু আমাকে সম্পাদন করার জন্য তাদের দুচারটি দুআ ও কিছু সূরা মুখস্থ করতে হবে, একটু রিডিং পড়তে হবে তো তারা আর পারে না। তাদের জিহ্বা অসাড় হয়ে যায় আর নাকি জিভ নড়ে না।

ইয়া আল্লাহ্! এরা সবাই নিজের কাজ বোঝে, নিজ কাজের সময়-সূচিও বোঝে, সে যদি অজ্ঞ হয় তবুও নিজের কাজের রুটিন বোঝে। ফজরের সময় উঠে চায়ের দোকানের চুলো জ্বালায়, প্রস্তুতি নেয়। গরু-ছাগল গোয়াল ঘর থেকে বের করে বাইরে বেঁধে দেয়। ফকির হলে আজ কোন্ গ্রামে যেতে হবে তাও স্থির করে নেয়। কিন্তু তাদের সময়-সূচি ও রুটিনে আমাকে স্থান দেয় না, আমার জন্য কোনো সূচি নির্ধারণ করে না।

ইয়া আল্লাহ্! এদের কিছু লোক বলছে ঃ স্বলাত পড়ে কে বড়ো লোক হয়েছে? এরা বড়লোকি ভাল বোঝে। এরা বড় লোক হতে খুব আগ্রহী তাই স্বলাতেও বড়লোকি খোঁজে। স্বলাত পড়লে বড়ো লোক হওয়া যায় না, এটা বোঝে কিন্তু স্বলাত না পড়ে কতজন বড়োলোক হল, তার হিসাব রাখে না। আর নিজে এতদিন ধরে বেনামাযী থেকে কত মাল দৌলত অর্জন করল, কত বড়ো ধনী হলো তা নিজেও বোঝে না। আসলে এরা বাহানাকারী।

ইয়া আল্লাহ্! এদের মধ্যে অনেকে এমন কথাও বলে যে, মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়েছি, স্বলাত না পড়লেও একদিন না একদিন জান্নাতে অবশ্যই যাব। এরা এমনি এমনি আমাল না করেই জান্নাত যেতে চায়। জাহান্নামে কিন্তু যেতে চায় না। এদের কে বোঝাবে যে, নাবীর যুগে মুনাফিকরাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলত, নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিত, তার পরেও তাদের ঠিকানা জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্থানে কেন ?

ইয়া ইলাহী! আর যারা স্বলাত পড়ে তাদের অনেকের অবস্থা এই রকম যে, যখনই ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে স্বলাত শুরু করে, তখন তার মাথায় দুনিয়ার সব চিন্তা-ফিকর চলে আসে, যত পরিকল্পনা সব কিছুর বাস্তবায়ণ এখানেই শুরু হয়ে যায়, অটোমেটিক মেশিনের মত স্বলাতের যাবতীয় কাজ করতে থাকে। আর যখন ইমাম ‘আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্’ বলে স্বলাত সমাপ্ত করে তখন তার হঠাৎ মনে পড়ে যে, হায়! আমি তো স্বলাতে ছিলাম।

ইয়া ইলাহী! তোমার কিছু স্বলাতী বান্দা তো এমন যে, স্বলাতের লাইনে দাঁড়ালে যেন তার কাপড়-চোপড় ঠিক করার সময় হয়। স্বলাত শুরুর সাথে সাথে সে তার প্যাণ্ট-পায়জামা টেনে উপরে তুলে। এই কাজ শেষ হলে পাঞ্জাবী-সার্টের কোনা ধরে টেনে-টেনে সোজা করে। এটা শেষ হলে টুপিটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে সঠিক স্থানে বসায়। কাপড়ের ভাঁজ যেন নষ্ট না হয় তাই রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় এবং সাজদা করা ও উঠার সময় একবার করে জামা-কাপড় সোজা করে নেয়। আর এভাবেই স্বলাত সমাপ্ত করে।

ইয়া ইলাহী! অনেক স্বলাতী এমন রয়েছে যে, স্বলাত শুরু করলেই যেন তার যত স্থানে চুলকানি আছে সব শুরু হয়। মাথা চুলকায়, আগে-পিছে চুলকায়, এমন এমন স্থান চুলকায় যেসব স্থানে মানুষ মানুষের সামনে চুলকাতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আমাকে আদায় করা অবস্থায় লজ্জা করেনা। আর কিছু লোক তো এমনও আছে যে, স্বলাতে দাঁড়িয়ে নাকে আঙুল ঢুকিয়ে মাথা বেঁকিয়ে নাকের ময়লা সাফ করতে থাকে। আমি কি চুলকানি বা নাক সাফ করার পাত্র?

হে আমার মাবুদ! বলতে লজ্জা লাগে, আজ-কাল কিছু স্বলাতকারী আমাকে গান শোনায়, মিউজিক শোনায়, টুংটাং রিং শোনায় (আউযুবিল্লাহ্)। তোমার ঘরে প্রবেশ করে তোমার উদ্দেশ্যে বড়ো ইবাদাত করতে আসে, কিন্তু মোবাইল বন্ধ করে আসে না। এরা স্বলাতেও সেই পাপ করতে চায় যা তারা বাইরে করে। স্বলাতকারী হয়ে অন্য স্বলাতকারী ভাইয়ের খুশু-খুযু ও একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়। আর অনেকে তো এই সময় কিছুটা মোবাইলও চালায়। এদিক ওদিক টিপে প্রোগ্রাম ও আইফোন খোঁজে বের করে বন্ধ করে।

ইয়া রব্ব! কিছু স্বলাতকারী স্বলাতে দাঁড়িয়ে তার দোকান-পাটের হিসাব নিকাশ করে। কত বিক্রয় হল, আর কত হবার সম্ভাবনা আছে, কাকে কত দিয়েছে, কে কত পাবে, কী অর্ডার দিবে ইত্যাদি। আমি কি অংশ কষার স্থান?

রাব্বী! কেউ তো এমনও আছে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহীহ্ সালামত রয়েছে তার পরেও স্বলাতে দাঁড়ালে বিশেষ এক পশুর মত এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় আর এক পা এমনি খাড়া রাখে। এতটুকুও বোঝে না যে, সে কার সামনে দাঁড়িয়েছে।

হে আমার মালিক! অনেকে স্বলাতে আসে কিন্তু এত দ্রুত গতিতে স্বলাত সম্পাদন করে যে, রুকু সাজদায় স্থির হয় না আধা ঝুকেই উঠে যায়। এত দ্রুত গতিতে দুআ ও যিকর পাঠ করে যে তা স্বাভাবিকরূপে বোধগম্য নয়। সাজদায় কেবল কপাল ঠেকিয়েছে কিন্তু এখনও নাক ঠেকায়নি তার আগেই উঠে যায়। আর সালাম শেষ হলে যেন, মশা, মাছিতে কাটছে তাই ঝট-পট বেরিয়ে যায়; অথচ দেখা যায় মাসজিদ থেকে বের হয়ে সে বাইরে পরিচিতদের সাথে রাস্তায় গল্প করছে।

স্বলাতে খুশু-খুযু অবলম্বনে সহায়ক বিষয়াদি ঃ

১। স্বলাত শুরু করার পূর্বে দুনিয়াবি কাজ-কর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে স্বলাতে মনযোগ দেওয়া।

২। মনে এই অনুভূতি থাকা যে, সে মহীয়ান গরীয়ান সত্তার সামনে দাঁড়াচ্ছে।

৩। স্বলাতের পরিপূর্ণ সওয়াব হাসিলের ইচ্ছা থাকা।

৪। ভালভাবে অযু করা, কোনও অংশ না ছাড়া এবং পানি অপচয় না করা।

৫। স্বলাত শুরু করার পূর্বে প্রস্তুতি নেওয়া (খাবার-দাবার, পেশাব-পায়খানা সেরে নেওয়া এবং স্বলাতের জন্য কোলাহল মুক্ত স্থান চয়ন করা)।

৬। জামাআতে স্বলাত পড়াতে অবহেলা না করা।

৭। নফল স্বলাত বিশেষ করে বিতর ও ফজরের সুন্নাত না ছাড়া।

৮। স্বলাতে পঠিতব্য আয়াত, দুআ ও যিকরের অর্থ স্মরণ করা ও বুঝার চেষ্টা করা।

৯। স্বলাতে তাড়াহুড়ো না করা। এমন না করা যে, স্বলাতই যেন আপনার নিকট সবচেয়ে অবহেলার বিষয় কোনোরূপে আদায় করলেই হল।

১০। স্বলাতের আদব রক্ষা করা আর তা হচ্ছে অনর্থক নড়াচড়া সহ ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় কাজ না করা।

১১। স্বলাতের নিয়ম সমূহ পালন করা এবং নিজের দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখা আর তাশাহ্হুদের সময় তর্জনি আঙ্গুলের দিকে।

১২। সুতরা করার স্থান হলে সুতরা করে নেওয়া।

১৩। দুনিয়াবি কাজকর্ম ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া এবং এমন ভাবা যে, সে সবের মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট মশার ডানার মতও না।

১৪। এমন স্থানে স্বলাত পড়া থেকে বিরত থাকা যেখানে ছবি থাকে, বাদ্যযন্ত্র, শব্দ ও চেঁচামেচি হয়।

১৫। এই অনুভূতি অন্তরে থাকা যে, হতে পারে এটি আমার শেষ স্বলাত।

আবার স্বলাত পড়ো, তোমার স্বলাত হয়নি ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ـ ان رجلا دخل المسجد فصلى و رسول الله ﷺ فى ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال (و عليك، ارجع فصلِّ؛ فانَّك لم تصل بعد)، فرجع فسلم عليه، فقال : (ارجع ؛ فانك لم تصل بعد)، فقال فى الثالثة : فعلمنى يا رسول الله، فقال : (اذا قمت الى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوى قائمًا ـ او قال : قاعدًا ـ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها.

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করল এবং স্বলাত আদায় করল। ঐ সময় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মাসজিদের এক প্রান্তে বসে ছিলেন। সে স্বলাত শেষে রসূল কে সালাম করল। রসূল সালামের উত্তর দিলেন এবং তাকে বললেন, ফিরে যাও এবং স্বলাত পড়ো কারণ তুমি স্বলাত পড়োনি। সেই ব্যক্তি পুনরায় স্বলাত পড়ল ও এসে আবার সালাম দিল। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাকে আবার বলেন, ফিরে যাও এবং স্বলাত পড়ো কারণ তুমি এখনও স্বলাত পড়োনি। সে ব্যক্তি তৃতীয়বারে বলল ঃ আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে স্বলাত পড়া শিখিয়ে দিন। তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাকে বললেন, যখন স্বলাতে দাঁড়াবে ভালভাবে পূর্ণরূপে অযূ করবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর দিবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা পাঠ করবে। অতঃপর রুকু করবে ও রুকুতে স্থির হবে। তারপর বরাবর হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সাজদা করবে এবং সাজদায় স্থির হবে অতঃপর বরাবর হয়ে বসবে। সমগ্র স্বলাতেই এমন করবে (বুখারী নং ৭৫৭, ৬২৫১, মুসলিম নং৩৯৭)।

যায়দ বিন অহাব বলেন, আমরা হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এক মাসজিদে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে স্বলাত আদায় করতে লাগল কিন্তু সে রুকু ও সাজদা পূর্ণরূপে করল না। তার স্বলাত শেষ হলে সাহাবী হুযাইফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কত দিন যাবৎ এইভাবে স্বলাত পড়ছো ? সে বলল, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। তিনি বললেন, তুমি চল্লিশ বছর ধরে স্বলাত আদায় করনি। আর এই ধরণের স্বলাত পড়া অবস্থায় যদি তুমি মারা যাও তাহলে তুমি মুহাম্মাদ এর রেখে যাওয়া সুন্নাতের উপর মৃত্যু বরণ করবে না (বুখারী নং ৭৫৮)।

স্বলাতে খুশু-খুযু তথা ইখলাস ও একাগ্রতার জন্য যেমন স্বলাত আদায়ের সময় উপরিউক্ত বিষয়গুলি খেয়াল রাখা প্রয়োজন তেমন স্বলাত আদায়ের বাইরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি খেয়াল রাখাও আবশ্যিক।

১। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

২। সুমহান আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও ইখলাস অন্তরে থাকা এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর সম্মান করা।

৩। রসূল এর পূর্ণ অনুসরণ করা।

৪। তাক্বওয়া তথা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ হতে বিরত থাকা।

৫। হালাল রুযি ভক্ষণ করা এবং হারাম ও সন্দিহান বিষয় পরিহার করা।

৬। খুশু-খুযু অর্জনে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করা।

মহান আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের সত্যিকার স্বলাত আদায়কারী হওয়ার তাওফীক দেন। আমীন।

জামাআতে স্বলাত আদায়ের গুরুত্ব ও তার ফজিলত

আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ্ ওয়াস স্বলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মাবাদ।

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো স্বলাত প্রতিষ্ঠা করা। সাধারণত স্বলাতের মাধ্যমেই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। মহান আল্লাহ্র দরবারে বিনয়ী হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো এই স্বলাত। জামাআতের মাধ্যমেই এই স্বলাত ফরয। তাই ইসলামী শরীয়তে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর জন্য সওয়াবও রয়েছে অনেক বেশি। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''জামাআতের সাথে স্বলাত পড়ার ফজিলত একাকী স্বলাত আদায় করা অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি'' (বুখারী : ৬৪৫)

জামাআতের গুরুত্ব ঃ জামাআতে স্বলাত আদায়ের ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ وَ فِىْ رِوَايَةٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি কিছু জ্বালানি একত্র করার নির্দেশ দেব, আর তা জমা করা হবে। অতঃপর স্বলাতের জন্য আযান দিতে আদেশ করব, আর আযান দেওয়া হবে। তারপর আমি কাউকে হুকুম দেব লোকদের ইমামতি করতে, সে লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি সেই সমস্ত লোকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দেখব।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যারা স্বলাতে হাযির হয় না, তাদের-সহ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তাদের কেউ যদি জানত যে, মসজিদে একটা গোশতযুক্ত হাড্ডি কিংবা দুই টুকরা ভাল খুর পাবে তাহলে সে অবশ্যই ঈশার স্বলাতে উপস্থিত হতো (মিশকাত হাদীস নং ১০৫৩, জামাআত ও তার ফজিলত পরিচ্ছেদ, বুখারী হাদীস নং ৬৪৪, মুসলিম হাদীস নং ২৪১৬৫১, হাদীস নং ২১৭, নাসাঈ হাদীস নং ৮৪৮ ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ৭৯১,)।

অত্র হাদীসের ভাষ্যে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জামাআতে স্বলাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন যে, যারা আযান শুনার পরও জামাআতে হাযির হয় না আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি তাদের-সহ তাদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই। সুতরাং এক্ষণে স্বলাত সম্পাদনকারী ব্যক্তির উচিৎ আযান শুনে জামাআতে স্বলাত আদায় করা।

উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সত্যি কি এইরূপ করতেন? যারা জামাআতে হাযির হতো না তাদের বাড়িতে গেলেই কি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আগুন লাগিয়ে দিতেন? নাকি এটা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলেছেন? এক্ষেত্রে আল্লামা রাজী বলেন, আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمَ بُيُوْتَهُمْ হাদীস দ্বারা যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হলো ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য। এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অথবা এ ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সেই সম্প্রদায় উদ্দেশ্য যারা স্বলাত পরিহার করে থাকে (আল্লাহ্ ভালো জানেন)।

অন্ধ সাহাবীকেও রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মসজিদে আসতে বাধ্য করেছেন :

জামাআতে স্বলাত আদায়ের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম তাই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকেও বাড়িতে স্বলাত আদায়ের অনুমতি দেননি।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ

اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهٗ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهٗ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ.

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সমীপে এক অন্ধ ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম) আসলেন এবং আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), আমার এমন কোনো সহায়তাকারী লোক নেই, যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে। তাই তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে এই অনুমতি প্রার্থনা করলেন যেন তিনি (মসজিদে না এসে) নিজ গৃহে স্বলাত আদায় করতে পারেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন; যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তাহলে সে ডাকে তুমি সাড়া দাও অর্থাৎ মসজিদে (কষ্ট করে হলেও) হাযির হও (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ২৫৫, ৬৫৩, আবু দাউদ হাঃ ৫৫২, নাসাঈ হাঃ ৮৫০, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৭৯২, আহমাদ হাঃ ৪২৩, মিশকাত হাঃ১০৫৪ জামাআত ও তার ফজিলত পরিচ্ছেদ)।

অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমামগণের বক্তব্য :

সকল ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, যে অন্ধকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো লোক নেই, তারপক্ষে মসজিদে উপস্থিত হওয়া জরুরী নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, নিয়ে যাওয়ার মত লোক থাকলেও ওয়াজিব নয়। সাহেবাইন বলেন, যখন নিয়ে যাওয়ার মতো লোক পাবে তখন উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। আবু হানিফা বলেন, এখানে জামাআতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ অন্ধ সাহাবীকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আদেশ করেছেন। যেন অন্যান্য লোকেরা বুঝতে পারে যে, স্বলাতের জামাআত কত জরুরী।

দুর্যোগের কারণে জামাআত পরিত্যাগ করা জায়েয : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক শীত ও ঝড়-তুফানের রাতে তিনি আযান দিলেন, তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, শোন! তোমরা নিজ নিজ আবাসস্থলে স্বলাত পড়। অতঃপর বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিতেন। যখন শীত বা বর্ষা-বাদলের রাত হতো তখন সে যেন ডেকে বলে — শোন! তোমরা যার যার আবাসস্থলে স্বলাত পড় (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬৬৬, মুসলিম হাঃ ৬৯৭, আবু দাউদ হাঃ ১২৭৫, মুয়াত্বা ইমাম মালেক হাঃ ১, মিন কিতাবিম স্বলাত, আহমাদ হাঃ২/৭৪, মিশকাত হাঃ ১০৫৫, জামাআত ও তার ফজিলত পরিচ্ছেদ)।

অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে আমার গবেষণা : আরব ও মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় সাধারণত গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। বরং ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার কারণে শীতকালে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়। তখনকার বৃষ্টি ও হিমেল হাওয়ার এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আলোচ্য হাদীসের মর্মানুসারে শীত, বর্ষা, বান ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জামাআত পরিত্যাগ করা জায়েয হবে। তবে আমাদের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সাধারণত বৃষ্টি বা শীত তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয় তবে বন্যা, তুফান বা প্লাবনের সময় যদি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে ঐ সময় জামাআত পরিত্যাগ করা বৈধ বা জায়েয হবে।

صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ এর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ :— رِحَالٌ

শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘর বা অবস্থান। আল্লামা তীবী বলেন — اَلرِّحَالُ اَىْ اَلدُّوْرُ وَ الْمَسَاكِنُ অর্থাৎ রেহাল অর্থ গৃহ এবং বাসস্থান। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উপরোক্ত হাদীসে ঘরে স্বলাত পড়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। আবহাওয়া প্রতিকুলতার দরুন অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে মসজিদে যেতে অক্ষম হলে ঘরে বসে স্বলাত পড়া শরীয়তের পরিপন্থী নয়। এ কথায় উপরোক্ত হাদীসটি প্রমাণ করছে।

খাবার উপস্থিত হলে জামাআত পরিত্যাগ করা জায়েয: খাবার উপস্থিত হলে খাবার খেয়েই স্বলাত পড়া উত্তম এক্ষেত্রে দুটি হাদীস সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَئُوْا بِالْعَشَاءِ وَ يَعْجَلُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَ كَانَ اِبْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ فَلَا يَأْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَائَةَ الْاِمَامِ.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের কারো সম্মুখে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয় অপর দিকে ঈশার স্বলাতের ইক্বামাতও বলা হয়, তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার খেয়ে নেবে। আর সে যেন তাড়াহুড়ো না করে যে যাবৎ না খাদ্য হতে অবসর হয়। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অভ্যাস ছিল যে, স্বলাতের ইক্বামাত দেওয়ার সময় তাঁর জন্য খাদ্য হাজির করা হলে তিনি স্বলাতে উপস্থিত হতেন না, যতক্ষণ না তিনি খাওয়া শেষ করতেন। অথচ তিনি ইমামের ক্বিরাত পাঠ শুনতে পেতেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬৭৩, মুসলিম হাঃ ৫৫৯, তিরমিযী হাঃ ৩৫৩, নাসাঈ হাঃ ৮৫৩, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৯৩৫, দারেমী হঃ ১২৮০, আহমাদ হাঃ ৪০, মিশকাত হাঃ ১০৫৬, জামাআত ও তার ফজিলত পরিচ্ছেদ)।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَ لَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, খাদ্য উপস্থিত হওয়ার পর স্বলাত পড়া যাবে না তদ্রুপভাবে যখন সে দুই 'হদস' অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৬০, মিশকাত হঃ ১০৫৭, জামাআত ও তার ফজিলত অনুচ্ছেদ)।

উপরোক্ত হাদীসগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়, খাবার সম্মুখে এলে স্বলাতের সময় থাকলে জামাআত পরিত্যাগ করে খাওয়া শেষ করে নেওয়া উত্তম। বিখ্যাত সাহাবী ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে ইক্বামাতের সময় খাবার উপস্থিত করা হলে তিনি জামাআতে হাজির হতেন না। তিনি খাবার খাওয়া শেষ করতেন। অথচ তিনি এত কাছাকাছি থাকতেন যে, ইমামের ক্বিরাত পাঠ শুনতে পেতেন। আলোচ হাদীসের ভাষ্যে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, শুধুমাত্র এ দুটি কারণে জামাআত পরিত্যাগ করা জায়েয অন্যথায় মসজিদে গিয়ে জামাআতে স্বলাত আদায় করা ওয়াজিব।

পুরুষদের জামাআত সহকারে মাসজিদে স্বলাত আদায় করা ওয়াজিব : *আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ সে তাতে সাড়া দিল না বিনা (শরীআতী) কারণে তার স্বলাত হবে না'' (দারাকুতনী ১৫৫৫, মিশকাত ৩:১০৭৭, আবূ দাউদ ৫৫১)। তাছাড়া অন্ধ সাহাবী তাকে মসজিদে ধরে নিয়ে যাওয়ার কেউ না থাকার কারণ দর্শিয়েও মসজিদে না আসার বিষয়ে আল্লাহর রসূলের নিকট হতে ছাড় পাননি (সহীহ্ মুসলিম, ৬৫৩)। সউদী আরবের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতী ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত, 'বাড়ির তুলনায় মসজিদে স্বলাত আদায় করা মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি' ফযীলতের এই হাদীস দ্বারা জামাআত সহকারে স্বলাত আদায়ের কঠোরতাতে কোনো হ্রাস পাবেনা। (অসুস্থতা ও ভীতি) শরীআতী কারণ ছাড়া কারও একাকী বাড়িতে স্বলাত আদায় করা ঠিক নয় (ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব্ ১১ খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা)। তবে তিনি এটাও লিখেছেন যে, উল্লেখযোগ্য আলিমদের মতে কেউ যদি বিনা ওযরে পড়ে ফেলে তার পাপ হবে, তবে তার স্বলাতটি হয়ে যাবে — আব্দুল্লাহ্ সালাফী, সম্পাদনা পরিষদ।*

মহিলাদের জামাআত : মহিলাদের জামাআত করে স্বলাত কেন্দ্রিক বিষয়টি মার্চ ২০১৬, ১০ম সংখ্যা চতুর্থ বর্ষ আমার লেখা প্রবন্ধ 'বাড়িতে ও মসজিদে মহিলাদের জামাআত করে স্বলাত জায়েয হবে কি?' নামক প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা সরল পথে উপস্থাপিত হয়েছিল, তা পুনরায় পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জামাআতে স্বলাত আদায়ের ফজিলত : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন :

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, জামাআতের

عَـنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلوٰةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلوٰةَ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

সাথে স্বলাত একাকী স্বলাতের চাইতে সাতাশ গুণ অধিক ফজিলত রাখে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬৪৫, মুসলিম হাঃ ৬৫০, ২৪৯, নাসাঈ হাঃ ৮৩৭, মুয়াত্বা মিন কিতাবিস স্বলাত হাঃ ১, আহমাদ হাঃ ৬৫, মিশকাত হাঃ ১০৫২, জামাআত ও তার ফজিলত পরিচ্ছেদ)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরো বলেন—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلوٰةُ اَحَـدِكُمْ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلوٰتِهٖ فِىْ سُوْقِهٖ وَ بَيْتِهٖ بِـضْـعًا وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلوٰةَ لَا يَنْهَزُهٗ اِلَّا الـصَّلوٰةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلَّا رُفِعَ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَ حُطَّتْ عَـنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُـصَلَّاهُ الَّـذِىْ يُـصَـلِّـى فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কারো বাড়ি বা দোকানের স্বলাত হতে জামাআতের স্বলাতে সাতাশ গুণ বেশি ফজিলত। আর এটা তখন হবে যখন বাড়িতে ভালোভাবে অযূ করে সমজিদে যাবে, আর তার যাওয়ার স্বলাত আদায় করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না ও কোনো কাজ করবে না। তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি হবে ও একটি করে পাপ মোচন হবে। আর ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে। যতক্ষণ সে তার স্বলাত পড়ার স্থান হতে না সরবে অথবা কারো কোনো অসুবিধা না করবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৭৬)।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে জামাআতে স্বলাত আদায় করার সুমতি দান কর — আমীন।

চতুস্পদ জন্তু এবং জড় পদার্থের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দয়া

নাজমে আলাম সালাফী

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চতুস্পদ জন্তুর চেহারায় দাগ দেওয়া এবং তাদের চেহারায় প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একটি গাধা দেখতে পেলেন যার চেহারায় দাগ কাটা ছিল। তিনি বলেন, তোমরা কি জাননা যে আমি চতুস্পদ জন্তুর চেহারায় দাগ দাতা এবং চতুস্পদ জন্তুর চেহারায় প্রহারকারীর উপর অভিসম্পত করেছি? তখন তিনি আবারও এ থেকে নিষেধ করলেন (আবু দাউদ ২৫৬৪)।

জীবিত চতুস্পদ জন্তুর অঙ্গ কর্তনকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চতুস্পদ জন্তুর মুসলা করে (নাক, কান কাটে) তার প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন (নাসায়ী ৪৪৪২)।

কোনো চতুস্পদ জন্তুকে বেঁধে তার উপর তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দিতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।

আবু সালাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমরা চতুস্পদ জন্তুকে বেঁধে তার উপর তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দিবেনা (নাসায়ী ৪৪৫০)।

বিনা প্রয়োজনে কোনো প্রাণীর উপর বসতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমরা তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর পিঠকে আরোহণের স্থান বানানো থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা আল্লাহ্ চতুস্পদ জন্তুকে তোমাদের অধীনস্ত

করেছেন এজন্য যেন তোমরা ঐ সমস্ত শহরে আরামে পৌঁছাতে পার যেখানে তোমরা বিনা কষ্টে পৌঁছাতে পারো না (আবু দাউদ ২৫৬১, ২৫৬৭)।

ভ্রমণকালে চতুস্পদ জন্তুর খাবার দাবারের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যখন তোমরা উর্বর জমির উপর দিয়ে সফর কর তখন তোমাদের উটকে সুযোগ দিবে যেন সে তার খাবার গ্রহণ করতে পারে। আর যখন অনুর্বর জমির উপর দিয়ে ভ্রমণ করবে তখন তোমরা দ্রুত চলবে যেন ক্ষুধায় কষ্ট না পায় (আবু দাউদ ২৫৭১, ২৫৬৯)।

সাদ্দাদ বিন আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুটি বিষয় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে থেকে মুখস্ত করেছি : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর উপর অনুগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যখন তোমরা কোনো কিছু হত্যা করবে তখন ভালভাবে তা হত্যা করবে, আবার যখন কোনো কিছু যবাহ করবে তখন তা ভালভাবে যবাহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরি ভাল করে ধারালো করে রাখে। আর যখন যবেহ করবে তখন জন্তুকে আরামদায়ক ভাবে যবেহ করবে (নাসায়ী ৪৪০৫)।

সমস্ত চতুস্পদ জন্তুর প্রতি দয়া করার মধ্যে সওয়াব রয়েছে : আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, এক ব্যক্তির সফররত অবস্থায় পানির পিপাসা হল, সে একটি কূপ দেখতে পেল, সে ওখানে গিয়ে পানি পান করল। ফিরে আসার সময় দেখতে পেল একটি কুকুর পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত হয়ে ঘুরছে আর কাদা মাটি চাটছে। লোকটি চিন্তা করল যে, পিপাসায় এই কুকুরটিরও ঐ অবস্থায় হয়েছে যা আমার হয়েছিল। তাই সে কূপ থেকে মোজা ভর্তি পানি উঠিয়ে কুকুরের জন্য পানি পানের ব্যবস্থা করল। আল্লাহ্ তার এই ভালো কাজের প্রতিদান হিসাবে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ সমস্ত চতুস্পদ জন্তুদেরকে পানাহার করালেও কি আমরা সওয়াবের অধিকারী হব? রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, প্রতিটি প্রাণীকে পানাহার করনোর বিনিময়ে সওয়াব পাবে (মুসলিম ৫৯৯৬, ২২৪৪)।

একটি উট তার মালিক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করল তখন তিনি উটের মালিককে উপদেশ দিলেন যেন সে উটের সাথে ভালো আচরণ করে।

ইয়ালা বিন মুররা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সফর করেছি এবং একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমরা এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম হঠাৎ একটি উট এসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি দেখতে পেলেন যে তার উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি ঐ উটের মালিককে ডাকলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই উট তোমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করছে? সে বলল, আমরা এই উট দিয়ে উপকৃত হচ্ছিলাম কিন্তু এখন এই উট বৃদ্ধ হয়ে গেছে কাজ করতে পারে না তাই আমরা তা আগামী দিন যবেহ করার চিন্তা করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, না যবেহ করবে না বরং এটাকে অন্যান্য উটের সাথে থাকতে দাও (হাকেম ৪২৩২)।

ক্রন্দনরত উটকে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্নেহ করলেন ও উটের কান্না থেমে গেল।

আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে তাঁর পিছনে উটের উপর আরোহণ করালেন। তিনি আনসারদের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। ওখানে একটি উট নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেখে কাঁদতে শুরু করল এবং উটের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উটের নিকট গেলেন এবং উটের মাথায় হাত রাখলেন তখন উটটির কান্না থামল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই উটের মালিক কে? এই উটটি কার? একজন আনসারী যুবক এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! এ উট আমার। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তুমি কি এই প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো না, যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন? এই উটটি আমার নিকট তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করছে যে তুমি এটাকে ক্ষুধার্ত রাখ আর কাজ বেশি করাও (আবু দাউদ ২৫৫১, ২৫৪৯)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উটের মালিককে নিষেধ করলেন যে, উটকে প্রহার করবে না এরপর তিনি নিজে উটকে চলতে বললেন, তখন সেটি চলতে শুরু করল।

হাকাম বিন হারেশ সুলানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে একটি গাছের ডাল আনার জন্য পাঠালেন। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমার উটটি স্ব স্থানে দাঁড়িয়েছিল, চলছিল না। আমি উটটিকে চলার জন্য প্রহার করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, উটটিকে মারবেনা। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উটকে নির্দেশ দিলেন, চল তখন উটটি দাঁড়ালো এবং লোকদের সাথে চলতে শুরু করল (মায়মাউয যাওয়ায়েদ ১ম খণ্ড ১১৫ পৃঃ)।

বানী ইসরাঈলদের একজন পতিতা একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করালো তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন পতিতা গরমের দিনে একটি কুকুরকে দেখতে পেলেন যে একটি কূপের পাশে ঘুরছে, আর পানির পিপাসায় জিহ্বা বের করে রেখেছে। ঐ মহিলা জুতা দিয়ে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে এনে কুকুরকে পান করালো তখন আল্লাহ্ ঐ মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন (মুসলিম ৫৯৯৭, ২২৪৫)।

বিড়ালের প্রতি জুলুম করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা এক নারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, একজন নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালকে বন্দি করে রেখেছিল। বিড়ালটিকে পানাহার করতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজে নিজে মাটি থেকে খাবার খেতে পারে (মুসলিম ৬৮৪১, ২২৪২)।

বিনা কারণে পিপীলিকা মারাও বৈধ নয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি পিপীলিকা কোনো একজন নাবীকে কামড় দিয়েছিল। তখন ঐ নাবী নির্দেশ দিলেন যেন পিপীলিকার বাড়ি-ঘর নষ্ট করে দেওয়া হয়। অতঃপর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অহী পাঠালেন যে, হে নাবী একটি পিপীলিকার কামড়ের কারণে তুমি সমস্ত পিপীলিকার বাড়ি-ঘর নষ্ট করে দিলে যারা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করত (মুসলিম ৫৯৮৬, ২২৪১)।

কম্পমান উহুদ পাহাড়কে যখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সম্বোধন করলেন, তখন তা থেমে গেল।

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং আবু বকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। উহুদ পাহাড় কাঁপতে শুরু করল। তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, হে উহুদ থামো, তোমার উপর আরোহণ করে আছে নাবী, সিদ্দীক এবং দুই জন শহীদ। তখন পাহাড় থেমে গেল (বুখারী ৩৬৭৫)।

হেরা পাহাড়ের একটি পাথর কাঁপছিল, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পথারটিকে থামার নির্দেশ দিলেন, পাথরটি থেমে গেল।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জুমুআর দিন একটি বৃক্ষের উপর বা খেজুর গাছের উপর হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। আনসারদের একটি মহিলা বা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনার জন্য কি একটি মিম্বার বানিয়ে দিব? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে কর। তারা তাঁর জন্য একটি মিম্বার বানাল যখন জুম্মার দিন এল তখন তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তখন খেজুর গাছটি এমনভাবে ক্রন্দন করতে লাগল যেমন বাচ্চা চিৎকার করে ক্রন্দন করে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মিম্বার থেকে অবতরণ করে গাছটিকে জড়িয়ে ধরলেন। গাছটি বাচ্চার ন্যায় আওয়াজ করছিল যেমন ক্রন্দনরত বাচ্চাকে স্নেহ করলে আওয়াজ করে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, গাছটি এই জন্য কাঁদছে যে, আগে আমি তার উপর হেলান দেওয়ার ফলে সে আল্লাহ্‌র যিকির শুনত আর এখন শুনতে পাচ্ছে না (বুখারী ৩৫৮৪)।

মাহে রমাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহঃ ইসমাঈল

রমাযানের গুরুত্ব ঃ 'সিয়াম' ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ধনী-গরীব সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমদের উপর রমাযান মাসে সিয়াম পালন করা ফরয। একজন মানুষের সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে জীবন যাপনের জন্য যে ধরণের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সিয়াম তার মধ্যে সে ধরণের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে। এ মাসে বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র রহমতে দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং বান্দার ইবাদাতের বাধা প্রদানকারী শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ فِى رِوَايَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ فِى رِوَايَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

যখন রমাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দেওয়া হয় (বুখারী, মুসলিম)।

اِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ مَرَدَةُ الْجِنِّ وَ غُلِّقَتِ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَ يَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَ لِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَ ذٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও তার অবাধ্য জিনগুলিকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়। অতঃপর তার কোনো দরজায় খোলা হয় না। এই মর্মে এক আহবানকারী আহ্বান করতে থাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা ! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিশারীরা বিরত হও। আল্লাহ্ তাআলা বহু ব্যক্তিকে এই মাসে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন। আর তা (মুক্তি দেওয়া) প্রত্যেক রাত্রিতেই হয়ে থাকে (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, মিশকাত, হাদীস সহীহ্)।

'সিয়াম' মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَجْهَلْ وَ اِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ.

সিয়াম ঢাল স্বরূপ। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন —ঢাল দ্বারা উদ্দেশ্য হল সিয়াম পাপাচার থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সিয়ামের জন্য পর্দা ও রক্ষাকবচ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের কারো সিয়াম পালনের সময় হবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করে, তাহলে সে যেন বলে আমি সিয়াম আছি (মুত্তাফিকুন আলাইহে, মিশকাত)।

মানুষের জন্য সিয়াম পালনের গুরুত্ব রয়েছে বলেই আল্লাহ্ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদী সহ পূর্ববর্তীর জন্য তা ফরজ করেছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে মুমিনগণ ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৩)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন —

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায় সে যেন সিয়াম রাখে (সূরা বাক্বারা আয়াত নং ১৮৫)।

রমাযানের সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মুসলিমদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই পরীক্ষায় যখন মানুষ উত্তীর্ণ

হয়, তখন তার মধ্যে অল্লাহ্‌কে ভয় করার ও যাবতীয় গুনাহ হতে বিরত থাকার ক্ষমতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ্ জানেন ও দেখেন মনে করে গোপনেও আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতে পারেনা। যে ব্যক্তি প্রকৃত সিয়াম পালনকারী সে কঠিন গরমের সময় কলিজা ফেটে যেতে চাইলেও এক ফোটা পানি পান করে না। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় শরীর দুর্বল হলেও সামানও খাদ্য মুখে দেয় না। এত ত্যাগ, ধৈর্য স্বীকার করে সিয়াম পালন করা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ বলেন— فَإِنَّهُ لِيْ وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ. নিশ্চয় সিয়াম আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত)।

সামগ্রিক কল্যাণ ঃ ইসলামে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুযের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শরীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিয়ামের প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন নাযিলের মাস ঃ পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এ মাসে সিয়ামের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অপরিসীম হয়ে উঠে।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘রমাযান মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের হিদায়াত এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি রমাযান মাস পাবে সে যেন সিয়াম পালন করে’(সূরা বাক্বারাহ্ ১৮৫)।

রমাযানের তাৎপর্য ঃ রমাযান শব্দের শাব্দিক অর্থ দহন বা দগ্ধকরণ। রমাযান মাস মুসলিমদের মাঝে তাদের সমস্ত পাপ মোচন করার জন্য আসে। কারণ মানব জীবনে দুটি ধারা আছে — সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজ জীবনে ঐক্য সংহতি, প্রেমমৈত্রী ও ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অপরদিকে কুপ্রবৃত্তি আমাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একক ও অসহায় করে তোলে। এইভাবে ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। লোভ মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে এগুলি দহনের জন্যই এই দুনিয়ায় আল্লাহ্ রমাযানের প্রবর্তন করেছেন যাতে এ দহনের ফলে মানুষ পৃথিবীতে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে। সে যাতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কুরআনুল কারীমে ও সহীহ্ হাদীসে এ জন্যই সিয়ামের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেও এর ফযিলত ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়। এইক্ষেত্রে ধনী-গরীব এক সারিতে চলে আসে। সারা বৎসর যারা ধনীদের দ্বারে হাত পেতে কষ্টে দিন পাত করে, তারা যেমন সিয়াম পালন করে, যারা নানা বিধ চর্ব চোষ্য, লেয্য ও পেয় খাদ্য পানীয় দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তারাও অন্ন ও সংস্থান থাকা সত্বেও সিয়াম পালন করে। এখানে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় এটিই মানবতার মৌলিক ঐক্য।

এ মাসে কাম প্রবৃত্তির পরিচর্যা, লোভের বশীভূত হয়ে অন্যের জিনিসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জণীয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব আবর্জনা আমাদের মনে সঞ্চিত হয়ে থাকে তাকে আবিল করে তোলে, তা থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে সিয়াম। সিয়ামের অর্থ কেবল উপবাস থাকা নয়, বরং সকল প্রকার কামনা বাসনা, সুখ সম্ভোগ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম।

আল্লাহ্ প্রদত্ত অফুরন্ত কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও রমাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ.

সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রমাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না (তিরমিযী, মিশকাত)।

রমাযানের শিক্ষা

ভ্রাতৃত্ব ঃ রমাযান আগমন করে আমদের জীবনে পরিশুদ্ধির জন্য। এ মাস আমাদেরকে ধনী ও গরীবের মাঝে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। আমরা সকলে যে একই আদমের সন্তান তা এ মাসে উপলব্ধি করতে পারি। এ মাসে আমরা সকলে একই বিধান পালন করি এবং এক অপরের মধ্যকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই ভাই হয়ে যায়।

The Cultural History of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে “The fasting of Islam has wonderful teaching for establishing social unity brotherhood equity. It has also an excellent teaching or building a good moral character.

সাম্য, ভ্রতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইসলামের সিয়ামে

রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। রয়েছে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষা।

মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মীনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাকো এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের তত্ত্বাবধনকারী'' (সূরা নিসা ৪/১)।

সকল মানুষ এক আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে ফলে তারা এক অপরের ভাই ভাই এবং ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য দীর্ঘ এক বৎসর পর আমাদের সামনে আগমন করে রমাযান মাস। এই মাসে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সবাই ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলে এবং এক মনে ইবাদতে সময় ব্যয় করে।

আত্মসংযম ঃ মানুযের মধ্যে নিষিদ্ধ কাজের দিকে ঝোঁকা প্রবণতা বেশি। আরবী প্রবাদ রয়েছে , اِنَّ الْاِنْسَانَ حَرِيْصٌ فِيْهَا مُنِعَ 'মানুষ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়।' আল্লাহ্কে ভয় করার মাধ্যমে সিয়াম মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়। কেননা সিয়ামরত অবস্থায় কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হলে আর সিয়ামের কোনো মূল্য নেই। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও পাপাচার পরিহার করল না, তার পানাহার করায় আল্লাহ্র কোনো প্রয়োজন নেই (বুখারী, মিশকাত)।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়, বরং মিথ্যা, বাজে কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার নামই প্রকৃত সিয়াম। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয়, অথবা তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে বলো আমি সিয়াম পালনকারী'' (সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৩৪৭৯)।

তাকওয়ার অনুশীলন ঃ তাক্ওয়া লাভের জন্য সিয়ামের কোনো বিকল্প নেই। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্বওয়া। রমাযান মাসে এ সকল পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা সকল সিয়াম করে থাকে। ফলে এই মাসে সিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া অনুশীলন বেশি হয়।

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ঃ মানুষ স্বভাবতই তাক্বওয়াহীনতা ও গর্হিত কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ে। আর রমাযান এই সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কাজ কর্ম থেকে সিয়ামপালনকারীকে মুক্ত রাখে। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কিয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে খাদ্য গ্রহণ ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুণ। কুরআন বলবে আমি তাকে রাত্রিতে ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তখন তাদের দুই জনের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে (বাইহাকী, মিশকাত ২/১৯৬৩)। ফলে এই সমস্ত প্রবৃত্তি মূলক কাজ-কর্ম বর্জনের মাধ্যমে রমাযান মাসে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, পাপ পংকিলতামুক্ত আত্ম নিয়ন্ত্রিত জীবন গঠনে সিয়ামের কোনো বিকল্প নেই। রমাযান মাসের সর্বব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন তৈরি হলে সমাজ, দেশ, জাতি উপকৃত হবে এবং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হবে ইন্শাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন — আমীন।

সিয়াম ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

মহম্মদ মায্হারুল ইসলাম

এটা এক অপ্রিয় সত্য কথা যে, রমাযান মাস ও এ মাসে অবশ্য পালনীয় সিয়াম সম্পর্কে তথাকথিত ও জন্মসূত্রে নামধারী মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা নাই। তাই এ সম্পর্কে একটি পরিস্কার ও বিশুদ্ধ ধারণা সবার জানা প্রয়োজন মনে করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

(১) রমাযান মাসের মর্যাদা : হিজরী সনের নবম মাস এই মাহে রমাযান। মুসলিম মাত্রই এ মাসের মর্যাদা সম্পর্কে অল্প-বিস্তর অবহিত। আল্লাহ্ বলেন, '' হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার'' (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৩)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয়ই আমি এটা (আল্ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম'' (সূরা কদর, আয়াত ১-৩)। বলা বাহুল্য কুরআনের উক্ত বাণীসমূহ রমাযানের মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে।

এ মাসের মর্যাদায় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কয়েকটি হাদীস —

(ক) রমাযান এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানগুলিকে শিকলবন্দী করে দেওয়া হয় (বুখারী, মুসলিম)।

(খ) ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, তার মধ্যে একটি রমাযান মাসের সিয়াম (বুখারী, মুসলিম)।

(গ) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সমস্ত লোকের থেকে বেশি দানশীল ছিলেন। রমাযানে জিবরাঈল (আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রমাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে কুরআন শোনাতেন (বুখারী, মুসলিম)।

এরূপ বহু সহীহ্ হাদীসে রমাযানের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তাই গুরুত্বসহকারে এ মাসের মর্যাদা দানে আমাদের যত্নশীল হতে হবে।

(২) সিয়ামের মর্যাদা : রমাযানের এত মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে সিয়ামের জন্যই। অধিক বর্ণনা না করে কয়েকটি সহীহ্ হাদীস দ্বারাই এর মর্যাদা বুঝবার চেষ্টা করি। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, ''সিয়াম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।'' সিয়াম ঢাল স্বরূপ অতএব তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং হৈ হট্টগোল না করে। নিঃসন্দেহে সিয়ামপালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মৃগ নাভির সুগন্ধ অপেক্ষা বেশি উৎকৃষ্ট। সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে — (ক) যখন সে ইফতার করে, (খ) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কেবলমাত্র সিয়াম পালনকারীরাই 'রাইয়ান' নামক দরজা দিয়ে বেহেস্তে ঢুকবে (উক্ত হাদীসগুলি বুখারী ও মুসলিম থেকে সংক্ষেপে গৃহীত)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাত্র একটি দিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূর করে দেবেন'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯ পৃঃ)। এই সত্তর বছরের পথ পায়ে হেঁটে না ঘোড়ায় চড়ে না অন্য কোনো যানে হাদীসে তা বলা হয়নি। সুতরাং এর ভাবার্থ হল হাজার হাজার বা লাখ লাখ মাইল দূরে করে দেবেন। সিয়ামের মর্যাদা বর্ণনায় এরূপ বহু সহীহ্ হাদীস বর্তমান। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সিয়াম ছাড়া একজন মানুষের জন্য রমাযানে কোনো উপকার নাই; সিয়াম ছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না। সিয়ামকে আল্লাহ্র বিধান মনে করেই পালন করতে হবে। অন্যথায় তা বৃথা হবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যথায় তা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। সিয়াম পালনকারী ঈমানদার অবস্থায় থাকে। তাই মহান আল্লাহ্ নিজ হাতে এর পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন এবং এই বিধান মান্যকারীর পূর্বের সব (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ্! একজন মুমিনের এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? তাই আমাদের চেষ্টা থাকবে রমাযান মাসে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় শরীয়ত নির্দিষ্ট পথে যেন আমরা সিয়াম পালন করতে পারি।

(৩) সাহারী : সিয়াম রাখার উদ্দেশ্যে ভোরবেলা যে খাওয়া ও পান করা হয় তাকে বলা হয় সাহারী। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা সাহারী খাও, কারণ সাহারীর মধ্যে বরকত নিহিত আছে'' (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিম ও মিশকাতের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীস অনুযায়ী জানা যায়-যারা সিয়ামের

উদ্দেশ্যে সাহারী খায় না তাদের সিয়াম এবং ইহুদী ও নাসারাদের সিয়ামে কোনো পার্থক্য নাই। তাই সিয়াম পালনকারীকে অবশ্যই সাহারী খেতে হবে পরিমাণে কম হোক বা বেশি। এমনকী তা এক ঢোক পানিও হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের যে বিষয়গুলি জেনে রাখা আবশ্যক তা হল : (ক) সিয়ামের জন্য মুখে শব্দ উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া বিদআত, কিন্তু ফযরের পূর্বে নিয়্যাত (মনের সংকল্প) করে নিতে হবে (আবু দাউদ ১/৩৩৩, সানাদ সহীহ্)। (খ) মুমিনের উত্তম সাহারী হল খেজুর (ঐ হাদীস নং ২৩৪৫, সানাদ সহীহ্)। তাই আমাদের পছন্দনীয় খাবার খেয়ে ২/১টি খেজুর সুন্নাত মনে করে খাওয়া ভালো। (গ) গোসল ফরয হয়ে থাকা অবস্থায় ফজর হয়ে গেলে, সেই অবস্থায় সাহারী খেয়ে গোসল করে ফজরের স্বলাত পড়তে হবে। এই অজুহাতে সিয়াম বাদ দেওয়া যাবে না (মুসলিম ১/৩৫৪)। (ঘ) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী সাহারী ও স্বলাতের মধ্যে ৫০টি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান পাওয়া যায়। এই হিসাবে ফজরের স্বলাতের ১৫/২০ মিনিট পূর্বে সাহারী খাওয়া শেষ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, ''আর তোমরা পানাহার কর সকালের কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত'' (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৭)। (ঙ) বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানীর মতে সাহারীর জন্য সুন্নাতী আযান দেওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে যে ক্বিরাআত, গজল, বক্তব্য, সময়ের ঘোষণা ইত্যাদি করা হয় তা বিদআত (ফাতহুল বারী, বর্তমানে দেওবন্দের ছাপা ২য় খণ্ড ১৩৩ পৃঃ)। তাই এ সব কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৪) ইফতার : সারাদিন সিয়াম পালন করার পর সূর্যের বৃত্তের সম্পূর্ণ অংশ অদৃশ্য হবার সাথে সাথে যে পানাহার করা হয় তাকেই বলে ইফতার। এ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে, (ক) রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)। কারণ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ইফতারে দেরী করে (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ১২৩ পৃঃ)। তাই ইফতারে দেরী করা মোটেই উচিৎ নয়। (খ) মাগরিবের স্বলাতের পূর্বেই ইফতার করতে হবে (তিরমিযী আবূ দাউদ, মিশকাত)। (গ) ইফতারের খাদ্য সামগ্রী সাজাতে, দাঁতন করাতে অথবা আজেবাজে গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে সূর্যাস্তের ৫/১০ মিনিট পূর্বে খাদ্যাদি নিয়ে বসে ইফতারের মূল্যবান সময়ের কদর করা উচিৎ। (ঘ) খেজুর বরকতময় খাদ্য এবং সুন্নাতিও, তাই তা দিয়ে উফতার করে পছন্দনীয় খাদ্য খাওয়া উচিৎ; না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করা ভালো (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ইত্যাদি)। (ঙ) অন্যকে ইফতার করালে সিয়াম পালনকারীর সমান সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় যে প্রথা ও লৌকিকতা দেখা যায় তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই (তিরমিযী হাঃ নং ৮০৬)। (চ) ইফতার শুরু করার জন্য দুআ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়নি, যেহেতু খাওয়ার শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ বলতে হয়, তাই 'বিস্মিল্লাহ্' বলে ইফতার শুরু করতে হবে। ইফতার শেষে এই দুআটি বলা উত্তম 'যাহাবায্ যামাউ অবতাল্লাতিল উরূকু অসাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ্' (আবূ দাউদ হাঃ নং ২৫৫৭)।

(৫) তারাবীহ : রমাযান মাসে রাতের নফল স্বলাত তারবীহ নামে পরিচিত। স্মরণে রাখতে হবে যে, (ক) তারাবীহ্, তাহাজ্জুদ, কিয়ামে রমাযান, স্বলাতুল লায়ল ইত্যাদি একই স্বলাতের ভিন্ন নাম। (খ) পুরুষ ও মহিলা উভয়েরেই এই স্বলাত জামাআতে আদায় করা উচিৎ। (গ) বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এশার পর হতে সুবহে সাদিক (ফজর স্বলাতের পূর্ব) পর্যন্ত ১১ রাকাআত পড়তেন (মুসলিম ৭৩৬, আবু দাউদ ১৩৩৬, নাসাঈ ৬৮৫, ইবনু মাজাহ্ ১৩৫৮, আহমাদ ২৪৫৩৭ ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থে প্রমাণ বিদ্যমান)। (ঘ) বুখারী হাঃ নং ২০১৩, মুসলিম হাঃ নং ৭৩৮ সহ বহু বিশুদ্ধ গ্রন্থ প্রমাণ করে যে, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহের স্বলাত ১১ রাকাআতই পড়েছেন। যার মধ্যে ৮ রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত বিতর (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হানাফী ফিকাহ্ শরহে বেকায়া ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ্ আমাদেরকে হক জানা ও মানার তাওফীক দান করুন — আমীন।

(৬) শবে ক্বদর : রমাযান মাসে মহান আল্লাহ্ বান্দাদেরকে যে সব নিয়ামত দান করেছেন শবে কদর তার অন্যতম। আল্লাহ্ বলেন, ''লাইলাতুল কদরের ইবাদাত হাজার মাস বা ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম'' (সূরা কদর আয়াত নং ৩)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, '' রমাযানের শেষ দশক এলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কোমর শক্ত করে রাত জাগতেন ও তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগাতেন'' (বুখারী ২০২৪)। এ রাতের মর্যাদা বর্ণনাতীত। তবে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ হল : (ক) শবে কদর রমাযান মাসেই শেষ দশকে হয়। শেষ দশকের ব্যাখ্যায় মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা

শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে বেড়াও" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।(খ) শবে কদরের সময়সীমা হল সূর্যাস্ত থেকে ফজরের সূর্যোদয় পর্যন্ত (সূরা কদর : ৫)।(গ) কুরআন অবতীর্ণের রাত শবে কদর অতি বরকতময়, কল্যাণময়, সালাম ও শান্তির বাহক।(ঘ) এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করা হয় (সূরা দুখান, আয়াত নং ৪)।(ঙ) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় কদরের রাতে কিয়াম (স্বলাত) করে তাঁর পূর্বেকার সমস্ত (সাগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়" (বুখারী হাঃ নং ৩৫, মুসলিম হাঃ নং ৭৬০ ইত্যাদি)।(চ) স্বলাতের পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত সহীহ্ পদ্ধতিতে যিকির, দুআ, দরুদ ইত্যাদির মাধ্যমে রাতটি কাটানো উচিৎ। (ছ) এই রাতের বিশেষ দুআ হল, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফাফু আন্নী' (তিরমিযী, মিশকাত ও অন্যান্য)।(জ) এ রাতের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, বাতাসের নিস্তব্ধতা, উল্কা না ছোটা, বৃষ্টির সম্ভাবনা সর্বোপরি মুমিন হৃদয়ের প্রশস্ততা, স্বস্তি ও শান্তি ইত্যাদি এর বিশেষ নিদর্শন।(ঝ) লোকমুখে প্রচলিত কুকুর শব্দ করে না, গাছপালা সাজদা করে, সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যায়-এসব কথা ভিত্তিহীন।(ঞ) যাঁরা এ রাতে ভোজের আয়োজন করেন, সাহারী পার্টি করে গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলে বেড়ান, কবরস্থানে গিয়ে জামাআতবদ্ধ হয়ে হাত তুলে দুআ করেন, সারা রাত মাইক বাজিয়ে অন্যের ইবাদাতে বাধা সৃষ্টি করেন তাঁরা শরীয়তের ধার ধারেন না। আল্লাহ্ এদের হিদায়েত দিন — আমীন।

(৭) ই'তিকাফ : ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ রেখে ইবাদাতমূলক কাজে মগ্ন থাকাকেই ই'তিকাফ বলে। রমাযান মাসে সওয়াব লাভের জন্য যেসব কর্ম বিশেষভাবে তাকীদপ্রাপ্ত ই'তিকাফ তার অন্যতম। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিষয়গুলি হল : (ক) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নাবী হবার পর প্রতি রমাযানে বিশেষ করে এর শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর ২০ দিন ইতিকাফ করেন (বুখারী হাঃ নং ২০৪৪)। (খ) পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন (বুখারী হাঃ নং ২০২৬, মুসলিম হাঃ নং ১১৬৭)। তাই এর গুরুত্ব, ফজিলত ও মর্যাদা প্রশ্নাতীত।(গ) রমাযানের প্রথম, মধ্যম ও শেষ দশকেও ইতিকাফ করা যায় (বুখারী ২০১৬, মুসলিম ১১৬৭)। (ঘ) ইতিকাফকারী মুসলিম, জ্ঞানসম্পন্ন, ভাল-মন্দের বোধ সম্পন্ন হবে এবং ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করবে — কমপক্ষে এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে।(ঙ) ইতিকাফকারী নিজেকে নফল ইবাদাত, স্বলাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, ইস্তিগফার, দরূদ, সালাম, দুআ ইত্যাদি ইবাদাতমূলক কাজে নিয়োজিত রাখবে।(চ) ইতিকাফ কারী নিতান্ত প্রয়োজনে জরুরী কথা বলতে পারেন, মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবেন না, রুগী দেখা ও জানাযার স্বলাতে যাবেন না (সহীহ্ আবূ দাউদ হাঃ নং ২১৬০)। (ছ) অপ্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে, স্ত্রী সহবাস করলে, মহিলাদের মাসিক বা নেফাস হলে, কথা ও কর্মের মধ্যে শির্ক ও কুফর হলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যায়।(জ) যতটা সময়ের নিয়ত করা হয়েছিল তার পূর্বে ইতিকাফ ভঙ্গ করা যায় এক্ষেত্রে কাযা করতে হবে (বুখারী হাঃ নং ২০৩৩, মুসলিম হাঃ নং ১১৭৩)।

(৮) স্বলাত ত্যাগকারীর সিয়াম : রমাযান মাসে অনেক স্বলাত ত্যাগকারীকে সিয়াম পালন করতে দেখা যায়। অপ্রিয় সত্য কথা হল আল্লাহ্র কাছে এরূপ সিয়ামের কোনো মূল্য নেই। এ বিষয়ে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বহু হাদীসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : (ক) কিয়ামতের দিনে মুমিনদের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার স্বলাতের। স্বলাতের হিসাব সুষ্ঠু হলে বাকী আমলসমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সবকিছু নষ্ট ও বেকার হয়ে যাবে (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ হাঃ নং ১৩৫৮, সহীহ্ জামে সাগীর হাঃ নং ২৫৭৩)।(খ) মানুষ ও শির্ক ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল স্বলাত ত্যাগ করা (মুসলিম হাঃ নং ৮২)।(গ) যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান তা হচ্ছে স্বলাত (পড়া)। অতএব যে স্বলাত ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে (তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ, মিশকাত সানাদ সহীহ্)। (ঘ) উক্ত হাদীসগুলিসহ পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৫৪ নং আয়াত প্রমাণ করে যে, শৈথিল্যের ও আলস্যের সাথে স্বলাত আদায়কারীর কোনো নেক আমল আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। তাহলে স্বলাত ত্যাগকারীর সিয়াম যে মূল্যহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।(ঙ) শুধু তাই নয় যারা স্বলাতহীন সিয়াম পালন করেন তাঁরা কাবীরা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থেকে সিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেন। কারণ কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৮৩ নং আয়াতে সিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া তথা আল্লাহ্ ভীরুতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে যা স্বলাত ত্যাগ করে সম্ভবপর নয়।(চ) কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "সুতরাং

কেউ অনু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে” (৯৯:৭)। কাজেই সিয়াম নামক আমল কেন বৃথা যাবে? সবিনয়ে তাদেরকে জানাই, ফেল করা ছাত্র/ছাত্রীরাও মার্কশিট পায় এবং তাদের প্রাপ্ত নম্বরও মার্কশিটে তারা দেখতে পায় কিন্তু তাদের এই মার্কশিট পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির জন্য কোনোই কাজে আসে না। একই রকমভাবে স্বলাত ত্যাগকারী তার আমলনামায় সিয়ামের নেকী দেখতে পাবেন, কিন্তু সেই আমলনামা কোনো কাজে আসেব না—এটাই সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (ছ) যাঁরা স্বলাতহীন সিয়াম পালন করেন বা রমাযান মাস ছাড়া বাকী ১১ মাস স্বলাত পড়েন না তাঁদের উদাহরণ দিতে আল্লাহ্ বলেন, ‘‘তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে থাকার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়” (সূরা নাহ্‌ল : ৯২)। তাই পাঠককূলের কাছে করজোড়ে নিবেদন— আসুন! আমরা আংশিকভাবে নয়, পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্দেশিত পথে মেনে চলি। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন — আমীন।

(৯) সিয়াম মুসলিমকে সংযমী বানায় : পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারায় ১৮৩ নং আয়াতে সংযমী হওয়া সিয়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় কীভাবে তা হয়? উল্লেখ্য যে, মানুষের সত্তা দুটি — শরীর বা নাফ্‌স এবং রূহ বা আত্মা। এর মধ্যে রূহ হল আসল মানুষ; নাফস নয়। কারণ কুরআন বলে প্রথম মানুষ আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর দেহ সৃষ্টি হবার পর এর মধ্যে আল্লাহ্ নিজে ফুঁ দিয়ে রূহ ঢুকিয়ে দিলেন। তাই আল্লাহ্‌র দেওয়া রূহটাই হল মানুষের আসল সত্তা এবং এটাই মনুষ্যত্ব। এর দ্বারাই আমরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারি। অনেকে এটাকে বিবেক বা নৈতিক চেতনা বলেন। মানব দেহের কোনো নৈতিক চেতনা নাই। তাই এটি পশুর মতোই। দেহের দাবী হলো ক্ষিদে লাগলে খাদ্য, পিপাসায় পানি, গরমে ঠাণ্ডা ইত্যাদি চাওয়া। নাফসের যেহেতু কোনো নৈতিক চেনতা নাই ফলে সে কোনো মন্দ কাজ করতে চাইলে নৈতিক চেতনা সম্পন্ন রূহ তাতে বাধা দেয়। সুতরাং প্রতিটি মানুষের মধ্যে নাফ্‌স ও রূহের মধ্যে সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রামে যার রূহ যতবেশি শক্তিশালী সে ততভাল মানুষ। অপরপক্ষে রূহ যদি দুর্বল হয় তাহলে সে নাফসকে দমন করে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, তাই সমাজে সে খারাপ মানুষ বলে পরিচিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী কর্তব্য হল রূহকে শক্তিশালী করা। মানব শরীর মাটির উপাদানে তৈরি তাই মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য খেয়ে তা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে রূহ যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত এক ঐশী শক্তি সেহেতু এর খাদ্য হল আল্লাহ্ প্রদত্ত অহীর জ্ঞান, যা না থাকলে রূহ দুর্বল হতে বাধ্য। ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায় চড়ে লাগাম কষে যদি ঘোড়াকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে অল্প সময়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু ঘোড়া যদি নিজের খেয়াল খুশি মত চলে তাহলে গন্তব্যস্থলে তো পৌঁছাবেই না। এমনকী সওয়ারীর মহাবিপদ টেনে আনবে। ঠিক তেমনি রূহ যদি ইসলামের লাগাম লাগিয়ে নাফ্‌সকে ঠিকমত চালাতে পারে তাহলে সে গন্তব্যস্থলে (জান্নাতে) পৌঁছাবে; অন্যথায় সে কুরআনে বর্ণিত, ‘‘এরা পশুর মতো; বরং পশুর চেয়ে অধম” হয়ে জাহান্নামে যাবে।

তাই আমরা সচেষ্ট হব রূহকে এমন শক্তিশালী করতে যাতে সে নাফ্‌সকে দমন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা সিয়ামকে এক শক্ত হাতিয়ার হিসাবে আমাদের দান করেছেন। রমাযানে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। এই দুই ক্ষুধাকে দমন করতে পারলে নাফ্‌সকে দমন করা সহজ হয়ে যায়। সিয়াম ছাড়া এত দীর্ঘ সময় ধরে কিছু না খেয়ে মানুষ থাকে না। রমাযানের গোটা মাসটাই চলে একটানা কঠিন ট্রেনিং; এ যেন নাফস-এর দাবীকে অগ্রাহ্য করে রূহকে শক্তিশালী করার ট্রেনিং, আল্লাহ্‌র গোলাম হবার ট্রেনিং। মানুষকে ক্ষুধায় কষ্ট দেওয়া আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তুমি নাফসের গোলাম না হয়ে আমার গোলাম হও। তোমার দেহ যখন খেতে চায় তখনই তাকে খেতে দিবে না। আমি যখন খেতে বলি তখন খাও, যখন খাওয়া বন্ধ করতে বলি তখন বন্ধ কর। রমাযানে দুপুরের পর দেহ খেতে চায় কিন্তু সিয়াম পালনকারী তাকে খেতে দেয় না। তার ভাবখানা এমন হয় যে, আমি তোর গোলাম নই, আমি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র গোলাম। আর আমার মনিবের হুকুম মতো সূর্যাস্তের পর খেতে পাবি তার আগে কোনো মতেই নয়।

এভাবে সিয়াম পালনের মাধ্যমে মুসলিম দেহের দাবীকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে অভ্যস্ত এবং সংযমশীল হয়। তাই কালেমার দাবী অনুযায়ী চলার যোগ্যতা অর্জনের এক চমৎকার ট্রেনিং এই সিয়াম।

পরিশেষে দুআ করি আল্লাহ্ যেন সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত হুকুম যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতা দান করেন এবং আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন — আমীন।

রমাযান মাসে সাহারীর আযান ও ইফতারের জন্য আযানের শারয়ী বিধান

আব্দুল্লাহিল কাফী সালাফী

রমাযান মাসে সাহারির আযান ছাড়া মুয়ায্যিনের ও ইমামের দুআ পাঠ, গজল, কুরআন আবৃত্তি এবং সময় সম্পর্কে ঘোষণা করতে গিয়ে যেসব বাড়াবাড়ি করেন তা সবই বিদআত। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের যুগে অনুরূপ আমলের একটি জাল, যঈফ বা কোনো হাদীসের নযীর পাওয়া যায় না। এমনকী ৩০-৩৫ বছরপূর্বে গ্রামের মাসজিদে মাইক ঢুকবার আগেও ইমাম ও মুয়ায্যিন অনুরূপ বাড়াবাড়ি করতেন না।

অনুতাপের বিষয় বিভিন্ন এলাকায় এমনও অনেক শরীয়ত অনভিজ্ঞ মুয়ায্যিন আছেন যাঁরা রমাযান মাসে জনসাধারণকে সাহারী খাওয়ার জন্য জাগানোর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আযান শেষে মাইকে স্বরবে দুআ তো পাঠ করেনই এমনকী তাঁর মত গানের স্বরে গজল মুখস্ত আছে সেগুলো মন মাতানো কোকিল কণ্ঠে মধুর সুরে শুরু করে দেন গাইতে। কেউ আবার কুরআন পাঠ করেন । তারপর শুরু হয়ে যায় সময় সম্পর্কে সচেতন করতে প্রচারিত বিশেষ বুলেটিন :—

আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে, আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে। হঠাৎ বলে উঠেন সাহারীর সময় শেষ এই বলে আযান শুরু করে দেন। অনুরূপ ইফতারের জন্য মানুষকে সচেতন করেন যে আর মাত্র ১ ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা সময় আছে আপনারা মিসওয়াক করে অযূ করে ইফতার নিয়ে বসে পড়ুন।

এমনকী মানুষকে সাহারী ও ইফতারের জন্য মাইকিং করা বা সাইরিন বাজানো, ঘণ্টা বাজানো বা পাড়ায় পাড়ায় কোনো কাফেলা পাঠানো এই সমস্ত বিদ্আত, এক কথায় সাহারী বা ইফতারের জন্য আযান ছাড়া কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না, এসব বন্ধ।

এবার আলোচনা করা যাক, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী বলেন —

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ قال ان بلالا ينادى بليل فكلوا و اشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم.

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয় বিলাল রাত্রির আযান দেয়, কাজেই তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম আযান না দেয় (মিশকাত হাঃ ৬৮০, এ ব্যাপারে আরোও বিস্তারিত জানতে দেখুন, বুখারী হাঃ ৬১৭, ৬২০, ৬২৩ মুসলিম হাঃ ০১৯২, আহমাদ ৪৫৫১, ২৪২২৩, মিশকাত ৬৮১, তিরমিযী ৭০৬, আবু দাউদ হাঃ ২০৩১, নায়লুল আওতার ২/ ১১৭।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সাহারীর জন্য আযান ছাড়া কিছুই চলে না। আর আযান ছাড়া অন্য পথ মানুষের সুবিধার জন্য অবলম্বন করতে গেলেই মুর্খামী করা হবে, আর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অপমান করা হবে।

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র বিনা মাইকের আযানে ঘুমন্ত মানুষেরা জেগে যেতেন, আর এখন বেচারা ইমাম ও মুয়ায্যিনগণ মাইকে আযান দেওয়ার পর গজল বলে, কুরআন আবৃত্তি করে ও সময় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রচারিত বিশেষ বুলেটিনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম চেঁচামেচি করে লোকদের জাগাতে ব্যস্ত। মুয়ায্যিন বেচারা ভুলেই যায় যে তিনি ইতিপূর্বে আযান দিয়ে মানুষকে জাগ্রত করেছেন সাহারী খাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর আযান দেওয়ার পর এসব কাজ করলে হাদীসে বর্ণিত আযানের উদ্দেশ্য যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনি আযানের অমর্যাদাও করা হয়। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী আযান শুনে রাত্রের স্বলাতরত লোকেরা গিয়ে সাহারী খেয়ে একটু ঘুমাবে আর ঘুমন্ত মানুষেরা জেগে সাহারী খেয়ে যে সামান্য ঘুমাবে তার ১২টা বাজল এই ইমাম ও মুয়ায্যিনদের বিদআতি কর্মকাণ্ডে।

ওগো বিদ্আতি ইমাম ও মুয়ায্যিন ভাইয়েরা ! বিনা মাইকে পারবেন এরকম জোরে চিৎকারে এই রকম কাজগুলি করতে ? একবার কি ভেবে দেখেছেন সমাজে অনেক শ্রমিক লোক আছেন যারা সারাদিন পরিশ্রম করেছেন, অনেক অসুস্থ রোগীও। রাত জেগে স্বলাতরত মানুষদের সাহারী খাবার পর আরামের ঘুমটুকু কেড়ে নিলেন ? তা আবার ধর্মের বা দ্বীনের নামে। তাহলে এ কোন্ দ্বীন ? কার দ্বীন ? আর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাণী দ্বারা জানা যায় —

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ

من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ১৪০)।

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردٌّ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, কেউ যদি কোনো আমল করে আর সে আমলের উপর কোনো নির্দেশনা না থাকে তা হলে প্রত্যাখ্যাত (বুখারী হাঃ নং ১০৯২, মুসলিম হাঃ নং ৪৪৬৮, মীমাংসা অধ্যায়)।

উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি কোনো আমল করে আর তাতে যদি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কোনো নির্দেশনা না থাকে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত। তাহলে যে সমস্ত ইমাম ও মুয়ায্যিনরা সাহারীর আযানের পর ও ইফতারের পূর্বে বারংবার মাসজিদের মাইকে ক্বিরাত বা গজল এবং মানুষকে সচেতন করেন যে আর মাত্র ১ ঘণ্টা বা ২০ মিনিট সময় আছে ইফতার নিয়ে বসে যান বা সাহারী খেতে শুরু করেন এই সব বলা উচিত নয়। কেননা মাসজিদের মাইকে আযান ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা অবলম্বন করা উচিত নয়।

এ ব্যাপারে আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে গজল, ক্বিরাত, নসীহাত দ্বীনি তাবলীগের অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত নিঃসন্দেহে একটি উত্তম যিকির। হ্যাঁ আপনাদের সাথে আমি একমত যে, সেই কাজ উত্তম যিকির বা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও স্থান কাল পাত্র ভেদে এক সুনির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। তাই বলে যখন তখন যেখানে সেখানে নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই? সে সময় মুয়ায্যিন ভাই ভালো মনে কুরআন তেলাওয়াত, নসীহত করেন ও সময় সম্পর্কে বুলেটিন প্রচার করেন? এ সময় হয়তো কেই তারাবীর স্বলাত আদায় করছেন, কেউবা হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছেন বা একটা অসুস্থ রুগী একটু ঘুমাবার জন্য ছটপট করছেন তাদের কথা কে ভাবে? কেউ বা ঘুমার চেষ্টা করতে গিয়ে কুরআন মাজীদ শোনার প্রতি বিরক্ত হচ্ছে। সেই গুনাহ্টাও আল্লাহ্র নীতিতে সেই ইমাম বা মুয়ায্যিনের অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে। যে লোক তাহাজ্জুদ ও তারাবীর স্বলাত আদায় করছেন তাঁরও ক্বিরাত বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে মাইকে পঠিত ক্বিরাত, গজল, বারংবার সময় সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে। আর সেই সময় স্বলাত আদায়কারীর ক্বিরাত ফরয আর আপনার পাঠ করা ক্বিরাত নফল তাও আবার একেবারে অসময়ে এবং প্রচণ্ড জোরে। প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি বলেননি কেউ স্বলাত আদায় করলে কুরআন মাজীদ স্বশব্দে পড়া যাবে না (আহমাদ, তাবারাণী, সহীহ্ আবু দাউদ হাঃ ১২৩০, সহীহ্ জামেউস সাগীর হাঃ ১৯৫১)।

আল্লাহ্ তাআলা কি বলেননি যখন কুরআন আবৃত্তি করা হয় তখন তোমরা চুপ করে শোনো (সূরা আরাফ, আয়াত নং ২০৪)। তাহলে কি স্বলাত আদায়কারী, ব্যক্তিগত পাঠকারী ও অন্যান্য সুস্থ, অসুস্থ সকলেই চুপ করে আপনার সুমধুর কণ্ঠের ক্বিরাত তেলাওয়াত শুনবে? হয়ত বলেন, এটা তো আমরা মানুষের ভালোর জন্য, সুবিধার জন্য করে থাকি? তাহলে মানুষের এতো অসুবিধা করে, কী করে সুবিধা করে দেওয়া হয় মাথায় আসে না। তবে তো বলতে হয় আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কর্তৃক প্রদত্ত বিধানে মানুষের কল্যাণ নেই (নাউযুবিল্লাহ্)।

অতএব আযান ছাড়া যে সমস্ত কাজ করা হয় সব বিদআত ঐগুলোকে তিন তালাক দিন (মু'জামুল বিদা ২৬৮ পৃঃ)।

ইমাম ও মুয়ায্যিন ভাইদের নিকট আমার আবেদন, সাহারীর আযান দিয়ে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মত চুপ করে যান, আর ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মত ফজরের আযান দিয়ে দুআ না পড়ে চুপ করে সহীহ্ সুন্নাহ্র মর্যাদা দিন। আর যদি না পারেন তাহলে আযান শেষে মাইকের সুইচ বন্ধ করে শুধু মুখে চেঁচিয়ে এসব কৃতিত্ব বজায় রাখুন দেখি। এবার হয়তো আপনিও বলবেন এ নীতি শারীয়াতী নীতি নয়। জনসাধারণ ঐ বিদআতগুলিকে যতই ভাল মনে করুক না কেন আলিম সমাজ ও মুয়ায্যিনদেরকে শরীয়তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকা একান্তই জরুরী।

পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ! শরীয়তে সীমারেখা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন —

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا، وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ o وَ مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ o

অর্থাৎ এটাই আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, যার নিচে স্রোতস্বিনী নদী সমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং সেটাই বড় সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অমান্য করবে এবং তাঁর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, তার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৩-১৪)।

উপরোক্ত আয়াত হতে পরিস্কার বুঝা গেল, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণই হল আল্লাহ্ তাআলার সীমা এবং এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থানকারীদের জান্নাত প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

অর্থাৎ জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম ও প্রধানতম শর্ত হল আল্লাহ্ তাআলার ও তাঁর প্রিয় রসূলের পূর্ণ অনুসরণ নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্য থেকে। নিজের মনে বাহাদুরী করে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে কোনো নতুন সংযোজন অথবা বিয়োজন করা কোনো মতেই চলবে না।

عن انس رضى الله عنه زيد بن ثابتٍ قال تسحرنا مع النبى ﷺ ثم قام الى الصلوة قلت كم كان بين الأذان و السحور ؟ قال قدر خمسين آية.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, যায়েদ বিন সাবিত তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সাহারী খেয়ে (ফজরের) স্বলাত পড়তে উঠে গেছেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহারী খাওয়া ও আযান হওয়ার মধ্যে কতটুকু সময় ছিল? উত্তরে যায়েদ বলেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে যতটুকু সময় লাগে। অন্য বর্ণনায় ষাটটি (বুখারী হাঃ নং ৫৭৫, ১৯২১, মুসলিম হাঃ নং ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩)।

এখানে আয়াত বলতে মধ্যম ধরণের আয়াত গণ্য হবে। এই শ্রেণির ৫০/৬০টি আয়াত পড়তে মোটামুটি ২০/২৫ মিনিট সময় লাগে। অতএব সুন্নাত হল আযানের ২০/২৫ মিনিট আগে সাহারী খাওয়া।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবীগণ খুব তাড়াতাড়ি (সময় হওয়া মাত্র) ইফতার করতেন এবং খুব দেরী করে সাহারী খেতেন (বুখারী হাঃ ৪ খণ্ড ২৩৮, ইআশা ৮৯৩২ নং)।

নোট ঃ আমরা সাহারীর আযানকে ভাল রান্নার আযান মনে করে রাত্রি ১টার সময় দিই সেটাও উচিত নয়, কেননা আযান দেওয়া হতো সাহারী খাওয়ার জন্য, আর সেই আযানটি হবে ফজরের আযানের আধ ঘণ্টা পূর্বে, যেমনটা বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দিতেন (বুখারী হাঃ নং ১৯২১, মিশকাত হাঃ নং ৫৮০)।

শীঘ্র ইফতার : খোদ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আসল জলদি ইফতার করা। আবু আতিয়া বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীনা! রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর একজন সাহাবী (সময় হওয়া মাত্র) তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি স্বলাত পড়ে; আর অপর একজন দেরী করে ইফতার করে, দেরী করে স্বলাত পড়ে। তিনি বলেন, ওদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও স্বলাত পড়ে। তিনি (আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অনুরূপ করতেন' (মুসলিম হাঃ নং ১০৯৯)।

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, খুব তাড়াতাড়ি ইফতার করতে হবে এবং স্বলাত পড়তে হবে। মাসজিদের মাইকে বারংবার বলা উচিত নয় যে, আর মাত্র দুই মিনিট, ৫ মিনিট সময় আছে। সূর্য ডুবা মাত্রই আযান দিয়ে দিতে হবে, ইফতার করুন বলা যাবে না, সেটাও হাদীসের খিলাফ।

হে আল্লাহ্! আমাদের সঠিক দ্বীন বোঝার ও তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দাও — আমীন।

যাকাতুল্ ফিৎর

সরল পথ পরিষদ

যাকাতুল্ ফিৎর এর তাৎপর্য

যাকাতুল্ ফিৎর বলতে সেই যাকাতকে বোঝায়, যা রমাযানের রোযা শেষ করার কারণে ধার্য করা হয়। একে সাদ্কায়ে ফিৎরও বলা হয়। আবার রমাযানের যাকাত, মাথার যাকাত ও শরীরের যাকাত বলেও অভিহিত করা হয়েছে (মিরআতুল মাফাতীহ ৩/৯১)। এ যাকাত অন্য সব যাকাত থেকে স্বতন্ত্র, কেননা এটি ব্যক্তির উপর ধার্য করা হয় আর অন্যগুলো ধার্য হয় ধন-মালের উপর। এ কারণে অপরাপর যা কিছু শর্ত, এখানে সেগুলো গণ্য করা হয়নি। যাকাতের নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রত্যেক সেই মুসলিমের উপর যাকাতুল ফিৎর ফরয, যার নিজের এবং তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের ঈদের দিন ও রাতের প্রয়োজনীয় খাবারের অতিরিক্ত খাদ্য থাকবে (মিরআত ৩/৯৩-৯৪, আল মুগনী ৪/৩০৭, শারহুল মুহায্যাব - ৬/৮৮, ৯৮, রাওযাতুন্নাদিয়্যাহ ১/৫১৯-৫২০, ইসলামের যাকাত বিধান ২/৪৩৮, ৪৫০-৪৫১)।

যাকাতুল্ ফিৎরের হুকুম

ফিৎরের যাকাত আদায় করা ফরয। ইবনু উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের উপর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যাকাতুল্ ফিৎর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের স্বলাতে বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী ১০৩, মুসলিম ৯৮৪, আবূ দাউদ ১৬১১)।

যাকাতুল ফিৎরের হিকমাত

এ যাকাত ফরয করা হয়েছে দুটি কারণে — (১) রমাযান মাসের রোযাদারদের সঙ্গে সম্পর্কিত - তাদের রোযা কোনো অশ্লীল কথাবার্তা ও মন্দ কাজের ফলে ত্রুটিযুক্ত হলে, তা পবিত্র করার জন্য এবং (২) সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত - সমাজের মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতি সঞ্চারিত করা এবং সকলকে ঈদের খুশিতে শামিল করা, কেননা ঈদ তো সাধারণ ভাবে আনন্দ ফূর্তির দিন। তাই সেদিন সমাজের সমস্ত লোক যাতে করে এ আনন্দ ফূর্তিতে যোগদান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইবনু আব্বাস (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, ''রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন রোযাদারকে অনর্থক কথাবার্তা ও অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে পবিত্রকরণ এবং দরিদ্রদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা স্বরূপ'' (আবূ দাউদ ১৬০৯, ইবনু মাযাহ্ ১৮২৭, ইরওয়াউল গালীল ৮৪৩)।

যাকাতুল্ ফিৎরের পরিমাণ

যাকাতুল ফিৎরের পরিমাণ এক সা খাদ্য দ্রব্য। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমরা এক সা পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিৎর আদায় করতাম'' (বুখারী ১৫০৬, মুসলিম ৯৮৫, আবূ দাউদ ১৬১৬, তিরমিযী ৬৬৮)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ''এটা (এক সা পরিমাণ খাদ্য) আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে (আদায়) করতাম'' (বুখারী ১৫০৮, মুসলিম ৯৮৫)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এক 'সা' মাপ অনুযায়ী বর্তমান যুগে ভাল ধরণের গমের ওজন হয় ২ কেজি ৪০ গ্রাম (সংক্ষিপ্ত মাজালিসে রমাযান, পৃঃ ৮৯)। অবশ্য চাল ইত্যাদি অধিক ঘন খাদ্য দ্রব্যের ওজন তার থেকে বেশি হবে। অতএব এক সা পরিমাণ খাদ্যের মাঝামাঝি ওজন হবে মোটামুটি আড়াই কেজি মত (যাদুস সায়েম ও ফাযলুল কায়েম, পৃঃ ২৯; রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল, পৃঃ ১২৬)। (*'সা' সংক্রান্ত সঠিক পরিমাপ জানতে সরল পথ জুন ২০১৬, সংখ্যার দার্সে হাদীসে 'শস্যের যাকাত' অংশ দেখুন। সঠিক অবগতি পাবেন - ইন্শাআল্লাহ্।*) এছাড়া জমঈয়তে আহ্লে হাদীস মুর্শিদাবাদ, সুদক্ষ কারিগর দ্বারা নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে ব্যবহৃত ও বর্তমানে মাদীনাবাসীদের সা'এর আদলে 'সা' তৈরি করেছে। সংশয়মুক্ত ফিতরা প্রদানের জন্য জেলা অফিস হতে তা সংগ্রহ করুন। মূল্য ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

যাকাতুল ফিৎরে অর্থ দেওয়া যাবে কি?

খাদ্য শস্যের পরিবর্তে টাকা-পয়সা দেওয়া বৈধ নয় (আল্ মাজমূ'লিন নবাবী ৬/১২৩)। এ কথাই বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনুল মুনযির (আল্ মাজমূ'লিম নবাবী ৬/১২৩, মিরআত ৩/১০০, আল মুগনী ৩/৬৫)। আর এটাই সঠিক কেননা যাকাতুল ফিৎর হল একটি ইবাদত যা তাওক্বীফী (দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও সীমাবদ্ধ)। এতে কোনো পরিবর্তন বা বিনিময় চলে না। সুতরাং সৌদি আরবের প্রাক্তন মুফতী আল্লামা ইবনু বায বলেছেন, সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে যাকাতুল ফিৎর হল একটি ইবাদাত এবং ইবাদাতের বিষয়ে মূল হল তাওক্বীফ (অর্থাৎ যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তাকে সে ভাবেই পালন করতে হবে)। অতএব কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এমন কোনো পদ্ধতিতে যার প্রমাণ রসূল থেকে পাওয়া যায় না (ফাতওয়া রমাযান ২/৯২৫-৯২৬)। তাই, সৌদী ফাতাওয়া কমিটি (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৭৯), শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (সিয়াম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর পৃঃ ৪০), শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন জিবরীন, সালেহ বিন ফাওযান, আব্দুল্লাহ্ ইবনু গুদাইয়ান এবং আব্দুর রায্যাক আল আফীফী সহ অধিকাংশ ইসলামী পন্ডিতই যাকাতুল ফিৎরে খাদ্য শস্যের পরিবর্তে অর্থ দেওয়া যাবে না বলে ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। অবশ্য আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী যাকাতুল ফিৎরে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে অর্থ দেওয়া জায়েয বলেছেন; তা দুটি কারণে (১) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে আরবে নগদ অর্থ ছিল বিরল। ফলে খাদ্যবস্তু দেওয়াটাই মানুষের পক্ষে সহজ ছিল এবং (২) নগদ মূল্যে ক্রয় ক্ষমতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য সেরূপ নয় (ইসলামের যাকাত বিধান ২/৪৭০)। কিন্তু আমরা বলব উক্ত কথার কোনো যথার্থতা নেই। এমনকী তিনি নিজেও উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে নগদ রোপ্য-মুদ্রা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ছিল (ইসলামের যাকাত বিধান ১/১৪০)। এটাই সঠিক। কেননা যেখানে দুই শত দিরহামে যাকাত ফরয ছিল, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বদ্র যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ হিসাবে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিলেন (আর্ রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ৩৯৮)। আর হাদীসে বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মূল্য বিভিন্ন অথচ প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য থেকে এক 'সা' পরিমাণ ধার্য্য করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল এক সা'ই আসলে গণ্য, মূল্যের প্রতি কোনো নজর নেই (শার্হে মুসলিম লিন্ নবাবী ৭/৬০, ইসলামের যাকাত বিধান ২/৪৫৪)। তাই তো দশ লাখ হাদীসের হাফিয ইমাম আহমাদকে সাদকায়ে ফিৎর বাবদ মূল্য প্রদান করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি ভয় করছি যে, তাতে আদায় হবে না। তাছাড়া তা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের পরিপন্থীও। তাঁকে বলা হল, ''লোকেরা বলে আব্দুল আযীয মূল্য গ্রহণ করতেন।'' তিনি বলেন, ''এ লোকেরা তো দেখছি, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথাকে বাদ দিয়ে অমুক-তমুকের কথাকে দলীল হিসাবে নিচ্ছে।'' ইবনু উমর (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ফরয করেছেন (খাদ্যশস্য) এবং আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং মেনে চল রসূলকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (মিরআত ৩/১০০)। অতএব কোন ওজর ব্যতীত মূল্য প্রদান করা বৈধ নয় (মিরআত ৩/১০০, আস্সাইলুল জার্রার ২/৮৬)।

যাকাতুল ফিৎর কখন দিতে হবে ?

যাকাতুল ফিৎর ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা অপরিহার্য। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের স্বলাতের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর আদায় করে সেটা কবুল সাদ্কাহ্ হিসাবে গণ্য হবে (আবূ দাউদ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৮২৭)। তবে ঈদের দুই-তিন দিন পূর্বে একত্রিত করাও বৈধ (বুখারী ১৫১১, ফাতহুল বারী ৩/৪৬০, ৪/৬০০-৬০৩)। তার পূর্বে দেওয়ার ব্যাপারে শারীআতে কোনো দলীল নেই। অতএব তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাকাতুল্ ফিৎর কখন বন্টন করতে হবে ?

যাকাতুল ফিৎর বন্টনের সময় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ কোনো দলীল নেই। তবে তা ফরয হওয়ার তাৎপর্যের দিকে মনোনিবেশ করলে প্রতীয়মান হয় যে, শেষ রমাযানের সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদের নামাযের পূর্বেই বন্টন করতে হবে। আল্লামা

ওবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী ঈদের নামাযের পূর্বেই বন্টন করা ওয়াজিব বলেছেন (মিরআত ৩/৯৫)। এ কথা আব্দুল হামীদ মাদানী (রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল, পৃঃ ১২৯-১৩০), শাইখ ইউসূফ মাদানী (সাদ্কায়ে ফিৎর, পৃঃ ৩৯-৪০) এবং শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (মাজমূ' ফাতওয়া, খণ্ড ১৮) প্রমুখরাও বলেছেন। এমনকী সৌদি ফাত্ওয়া কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঈদের নামযের পূর্বেই বন্টন করতে হবে বলে ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৭৯, ফাতাওয়া নং ১৩২৩১)। অবশ্য আত্ তাহরীক (৬/২০১১, প্রশ্ন ২/৩২২) পত্রিকায় ঈদের নামাযের পরে বন্টনের প্রমাণ পাওয়া যায় বলে যে হাদীসের বরাত দেওয়া হয়েছে তার ভাবার্থ আদৌ তা নয়। ইবনু হাজার আস্কালানী বলেন, ''আবূ হুরাইরা (রাযি আল্লাহু আনহু) এর উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে ঈদের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর একত্রিত করা যায়। আর আল্জুযকী তা ঈদের পরে বলে মন্তব্য করেছেন।'' ইবনু হাজার বলেছেন, ''এ দুটোই হতে পারে'' (ফাতহুল বারী ৩/৪৬০)। অতঃপর তিনি ঈদের রাতের পূর্বে একত্রিত করা এবং ঈদের রাতে বন্টনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন (ফাত্হুল বারী ৪/৬০০-৬০৩)। আর এটাই সঠিক। সুতরাং ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈদুল ফিৎরের ২/৩ দিন পূর্বেই যাকাতুল ফিৎর তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন যার কাছে জমা হত (মোয়াত্তা মালেক, পৃঃ ১২৪) এবং শাইখ ইউসূফ মাদানী, ঈদের ৩ দিন পূর্বেই দরিদ্রদের দেওয়া বৈধ (সাদকায়ে ফিৎর পৃঃ ৪২) বলে যে মন্তব্য করেছেন তারও কোনো দলীল নেই (মিরআত ৩/১০২)। আসলে যে দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা দ্বারা দরিদ্রদের দেওয়া বোঝায় না; বরং একত্রিত করাই বোঝায় যা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে (ফাতহুল বারী ৩/৪৫০, মিরআত ৩/১০২)। **অতএব শেষ রমাযানের সূর্যাস্তের এবং ঈদের নামাযের পূর্বেই বন্টন করতে হবে। এ কথাই বলেছেন সৌদি ফাতওয়া কমিটি (ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ২৮৯৬)।**

যাকাতুল ফিৎরের হক্বদার কে?

যাকাতুল ফিৎরের হক্বদার একমাত্র দরিদ্র অভাবগ্রস্তগণ। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তা দরিদ্রদের আহার স্বরূপ ফরয করেছেন (আবূ দাউদ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৮২৭)। আবূ দাউদের ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (আওনুল মা'বুদ ৫/৩), শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (মাজমূ' উল ফাতাওয়া ১৩/৪৫-৪৮, ২৫/৩৮, ২/৮১-৮৪), ইবনুল কাইয়্যেম (যাদুল মাআদ ২/২১, তোশায়ে আখেরাত ১/৩৮১), আল্লামা আলবানী (তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ৩৮৭), শাইখ ইবনু সালেহ উসাইমীন (মাজমু' ফাতাওযা, খণ্ড ১৮) এবং সৌদি ফাতাওয়া কমিটি (ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৭৯) প্রমুখরা একথাই বলেছেন, আর শাইখ আলবানী সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত দ্বারা যাকাতুল ফিৎরকে ৮ ভাগে বিভক্ত করা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন, কেননা তা যাকাতুল আমওয়ালের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে (তামামূল মিন্নাহ্ পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭)। তাই তো ইমাম ইবনু রুশদ বলেছেন, যাকাতুল ফিৎর কেবল দরিদ্রদের হক্ব। এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে (বেদায়াতুল মুজতাহিদ ৩/১৪১, সাদকায়ে ফিৎর আউর উসকে মাসায়িল পৃঃ ৪৭)। অতএব যে কোনো দরিদ্র মানুষই যাকাতুল ফিৎরের হক্বদার। আর যদি দ্বীনী বিদ্যার্থী, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক এবং আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তিগণ দরিদ্র হয় তাহলে তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ বলে থাকেন, তাহলে যাকাতুল ফিৎর নেওয়ার জন্য লোকই পাওয়া যাবে না। কেননা, যার ঘরে সকাল সন্ধ্যার খাবার আছে তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''যদি সে চায় তাহলে সে জাহান্নামের আগুন চেয়ে নিল।'' আমরা বলবো উক্ত হাদীসের তাৎপর্য হল এই যে, এক সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য সামগ্রী যার ঘরে আছে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হারাম। আর যে নিসাবের মালিক তার উপর যাকাত ফরয এবং যে নিসাবের মালিক নয় তার জন্য যাকাত বৈধ। কেননা, সে দরিদ্র। এ কথাই বলেছেন আল্লামা ওবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী (মিরআত ৩/১১৪)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন — যারা আল্লাহ্র পথে অবরুদ্ধ, ভূ-পৃষ্ঠে গমনাগমনে অপারগ, সেই সব দরিদ্রদের জন্য ব্যয় কর, (ভিক্ষা হতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থা সম্পন্ন বলে মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণের দ্বারা চিনতে পারবে, তারা লোকের নিকটে কাকুতি মিনতি করে চায় না এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ্ সম্যকরূপে অবগত (সূরা বাক্বারা ২৭৩)।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাবের সন্তান সংখ্যা কয়টি ও তাদের নাম কী?

উঃ— ছয়টি, উত্‌বো, উতাইবা ও মুয়াত্তাব নামে তিন পুত্র এবং দুর্রাহ, খালেদা ও ইযযাহ নামে তিন কন্যা।

২। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাবের কোন পুত্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বদ্ দুআ প্রাপ্ত হয়ে আবু লাহাবের জীবদ্দশায় কুফরী অবস্থায় বাঘের হামলায় নিহত হয়?

উঃ— উম্মে কুলসুমের স্বামী উতাইবা।

৩। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাবের অন্য সন্তানদের পরিণতি কী হয়েছিল?

উঃ— মক্কা বিজয়ের পর বাকি দুই পুত্র ও তিন কন্যা মুসলিম হন। পুত্রদ্বয় হোনায়েন ও ত্বায়েফ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মুআত্তাব হোনায়েন যুদ্ধে একটি চোখ হারান। মক্কা বিজয়ের পর অন্যরা মদীনায় হিজরত করলেও তারা দুই ভাই আমৃত্যু মক্কায় অবস্থান করেন।

৪। প্রশ্ন ঃ সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দাওয়াতের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের নিকট দাওয়াত দিলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি বিদ্রুপকারীদের নেতৃত্বে ছিল?

উঃ— বনু সহম গোত্রের আস বিন ওয়ায়েল, বনু আসাদ গোত্রের আসওয়াদ বিন মুত্ত্বালিব, বনু যোহরা গোত্রের আসওয়াদ বিন আব্দে ইয়াগুস, বনু মখযুম গোত্রের ওয়ালীদ বিন মুগীরা এবং বনু খুযাআহ গোত্রের হারিস বিন তুলাত্বিলা।

৫। প্রশ্ন ঃ পাঁচজন নেতার পরিণতি কী হয়েছিল?

উঃ— "তোমাকে বিদ্রুপকারীদের জন্য আমিই যথেষ্ট (১৫:৯৫)"। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা অনুযায়ী উক্ত পাঁচজন নেতা একই সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে।

৬। প্রশ্ন ঃ মাক্কী জীবনে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কীসের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেন?

উঃ--- মূর্তি পূজার অসারাতা, শিরকী আক্বীদার অনিষ্টকারীতা, তাওহীদের উপকারিতা এবং আখেরাতের জবাব দিহিতার বিষয়ে সজাগ করতে থাকেন।

৭। মাক্কী জীবনে মোট কয়টি সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তার বিষয় বস্তু কী ছিল?

উঃ— মাক্কী জীবনে মোট ৮৬টি সূরা অবতীর্ণ হয়, যার বিষয় বস্তু ছিল আখেরাত ভিত্তিক। এর মাধ্যমে দুনিয়া পূজারী ভোগবাদী মানুষকে আখেরাতমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৮। প্রশ্ন ঃ মাক্কী জীবনের দাওয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কী কী?

উঃ— (ক) নিকট আত্মীয়গণ মানুষের প্রধান আশ্রয় স্থল। সেই জন্য রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে প্রথমে তাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) নিজেদের ছেলে হিসাবে নিকটাত্মীয়গণ সাধারণভাবে সংস্কারের প্রতি অনীহা প্রদান করে থাকে যা অনেক সময় দারুন মনোকষ্ট এমনকী দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দেয়। সেইজন্য সূরা শুআরা অবতীর্ণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সাতজন নাবীর কষ্ট ভোগের কাহিনী শুনানো হয় যাতে করে ধৈর্যশীল হতে পারে।

(গ) প্রকাশ্য দাওয়াতের ফলে নিকটাত্মীয়দের কেউ ঘোর সমর্থক হবেন, আবার কেউ ঘোর বিরোধী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। যেমন আবু তালিব ও আবু লাহাব দুই ভাইয়ের দ্বিমুখী অবস্থান।

৯। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কোন বাক্যের দ্বারা লোকদের দাওয়াত প্রদান করতেন?

উঃ— রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন— হে জনগণ! তোমরা বল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই তাহলে তোমরা সফল কাম হবে।

১০। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাব কী বলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দাওয়াতের বিরোধিতা করত?

উঃ— হে জনগণ! তোমরা এর আনুগত্য করো না, কারণ সে ধর্মত্যাগী ও মহা মিথ্যাবাদী (হাকেম হাঃ ৩৯ ঃ ৪২১৯, আহমাদ হাঃ ১৬০৬৬, সহীহ্ ইবনু হিব্বান হাঃ ৬৫৬২, সহীহ্ ইবনু খুযায়মাহ্ হাঃ ১৫৯, দারাকুতনী হাঃ ২৯৫৭)।

১১। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দাওয়াতের ফলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উঃ— সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হলো এ যে নির্যাতিত মানবতার প্রাণের কথা, ময্‌লুমের হৃদয়ের ভাষা। ক্রীতদাস ভাবল নিজেকে স্বাধীন, নারীরা পেল নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার, গরীবরা পেল সুদখোর মহাজনের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি, সাদা-কালো ও উঁচু-নিচুর ভেদা-ভেদ দূর করে প্রতিষ্ঠিত হল সাম্যের ভীত।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করবে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত করবেন। হাদীসটি কি সঠিক? — মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান, নবডাঙ্গাল, মাঠপলসা, বীরভূম

উত্তর ঃ হাদীসটি যঈফ (যঈফুল জামি ৫৫৬১)। চল্লিশ হাদীস মুখস্ত করার ফযীলত সংক্রান্ত কোনো সহীহ্ হাদীস নেই; বরং তা যঈফ ও জাল (যঈফুল জামি ৫৫৬০, সিলসিলাহ্ যঈফাহ ৪৫৮৯, আল ইলালুল মুতানাহিয়াহ্ ১/১১১-১২২)।

২। প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জামাআত ছেড়ে দেয় কিংবা এক বা দু রাকাআত হয়ে যাওয়ার পরে জামাআতে শামিল হয়, তার পরিণাম কী হবে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — ফকরুদ্দীন, নবডাঙ্গাল, বীরভূম।

উত্তর ঃ (পুরুষদের জন্য) জামাআতে স্বলাত আদায় করা অপরিহার্য (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৭/১৫)। এমনকী আল্লাহ্ তাআলা জিহাদের সময়েও জামাআতে স্বলাত আদায় করা নির্দেশ প্রদান করেছেন (সূরা নিসা ৪ঃ১০২, মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল; শাইখ উসাইমীন ১৫/১৭, ২০/২৫২, মাজমূ ফাতাওয়া শাইখ ইবনু বায ৩০/১০৩)।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোনো ওযর না থাকা সত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার স্বলাত নাই (ইবনু মাজাহ্ ৭৯৩, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ২০৬৪, মুস্তাদরাক ৮৯৩-৮৯৫, এ হাদীস সহীহ্)। ইমাম হাকিম, ইবনু হিব্বান, নাসিরুদ্দীন আলবানী, শুআইব আরনাঊত, হাফিয যুবাইর, আব্দুল কাদির আরনাঊত, সৌদী ফাতাওয়া কমিটির মুফতীগণ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মাফিক সহীহ্ বলেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামাআত ত্যাগকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, যদি তোমরা বাড়িতে স্বলাত আদায় কর তবে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অপর কাউকে স্বলাতের জামাআত ত্যাগ করতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দু ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে শরীক হতেন (মুসলিম ৬৫৪, ইবনু মাজাহ্ ৭৭৭, নাসাঈ ৮৪৯)।

যারা জামাআতের স্বলাতে উপস্থিত হয় না, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের ঘর-বাড়ি সহ তাদেরকে পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (বুখারী ৬৪৪, মুসলিম ৬৫১)। এ হাদীস উল্লেখ করে আল্লামা উসাইমীন বলেন, জামাআতে স্বলাত আদায় না করা মহাপাপ (মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ১৫:২৮)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মুনাফিকদের জন্য ফজর ও ইশার স্বলাত অপেক্ষা ভারি স্বলাত আর নেই। এ দুই স্বলাতের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা অবশ্যই তাতে হাযির হতো (বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১, ইবনু মাজাহ্ ৭৯৭)।

বলা বাহুল্য, জামাআতে স্বলাত আদায় করা অপরিহার্য। জামাআতে স্বলাত আদায় করা হতে বিরত থাকা মুনাফিকের লক্ষণ এবং মহাপাপ। ইচ্ছাকৃত ভাবে জামাআতে স্বলাত ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়া পথভ্রষ্টতার নামান্তর।

৩। প্রশ্ন ঃ কোনো ব্যক্তি কামুক অবস্থায় নিজ স্ত্রীর স্তনে মুখ দিতে পারে কি? — সফিকুল ইসলাম, কাবিলপুর, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ জায়েয (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/১৯/৩৫১)। মলদ্বারা এবং হায়েয অবস্থায় যোনী ব্যতীত স্বামী নিজ স্ত্রীকে যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে (ফাতাওয়া নূর ১৯/২, শাইখ উসাইমীন, ফাতাওয়া আশ্ শাবাকাতুল ইসলামিয়্যাহ্ ১৩/৮৯২২)।

৪। প্রশ্ন ঃ কোনো মৃত ব্যক্তির নামে মৃত্যুদিবস বা নির্দিষ্ট কোনো দিন ধার্য না করে তার রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও ফকির-মিসকিনদের খাওয়া-দাওয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যাবে কি? যদি না যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির জন্য নিকট আত্মীয়দের শরীয়তসম্মত করণীয়গুলি কী কী? সহীহ্ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — ফিরোজা বেগম, শেরপুর, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির ক্ষমার জন্য লোকেদের একত্রিত হওয়া বৈধ নয়। সুতরাং সৌদী ফাতাওয়া কমিটির মুফতীগণ বলেন, মৃতদের

জন্য দুআ করা শরীয়ত সম্মত, কিন্তু স্বলাত ব্যতীত মৃতের জন্য দুআর উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া বৈধ নয় এবং মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে লোকেদের জন্য খাদ্য তৈরি করা সুন্নাতের পরিপন্থী; বরং তা মুনকার (গর্হিত কাজ)। কেননা জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মৃতের বাড়িতে ভীড় জমানো ও খাদ্য প্রস্তুত করাকে আমরা বিলাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৮/৩৭৮)। শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, কারো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করা বৈধ নয় এবং মৃতের পরিবারের জন্য বৈধ নয় কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ও লোকেদের জন্য খাদ্য তৈরি করা। এসবই বিদআত এবং জাহেলিয়াতের কর্মের অন্তর্ভুক্ত, যা বর্জন করা অপরিহার্য (মাজমূ ফাতাওয়া ৭/৪৩১)। আর মৃত হোক অথবা জীবিত কারো জন্য মীলাদ মাহফিল করা শরীয়ত সম্মত নয়; বরং তা অনৈস্লামিক সংস্কৃতি ও দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়। মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য হল তা বর্জন করা এবং যারা করছে তাদের প্রতিবাদ করা (মাজমূ ফাতাওয়া : শাইখ ইবনু বায ৪/২৮৬)।

ঈমানদার মৃত ব্যক্তির জন্য শরীয়ত সম্মত বিষয় : (১) দুআ করা (সূরা হাশর ৫৯: ১০, মুসলিম ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৮৮০, ইবনু মাজাহ্ ২৪১, তিরমিযী ১৩৭৬)। (২) দান করা (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৯/২৬, বুখারী ২৭৭০, মুসলিম ১০০৪, তিরমিযী ৬৬৯, নাসাঈ ৩৬৫৫)। (৩) হজ্জ ও উমরা। মৃতের এবং অসুস্থতা ও বার্ধক্য জনিত কারণে হজ্জ করতে অপরাগ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায়কারীদেরকে আগে নিজেদের হজ্জ ও উমরা করতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/১১/৫৮, ফাতাওয়া আশ্ শাবাকাতুল ইসলামিয়্যাহ্ ১১/১৯১৬২, মুসলিম ১১৪৯, ইবনু মাজাহ্ ২৯০৩, ২৯০৬, তিরমিযী ৯২৯)।

৫। প্রশ্ন ঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান বা মৃত্যুর পর শরীর দান করা কি শরীয়ত সম্মত। — সাজিদা পারভিন।

উত্তর ঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করা শরীয়ত সম্মত নয়। এমনকী মৃত্যুর পরও দান করা যাবে না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, তা তার জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার সমতুল্য (ইবনু মাজাহ্ ১৬১৬, আবূ দাউদ ৩২০৭, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : শাইখুল ইসলাম আবুল কাসিম মুহিব্বুলাহ্ শাহ্ রাশিদীর انسانی اعضاء کی پیوند کاری পৃঃ ৫-২৭, শাইখ ইবনু বাযের মাজমূ ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪ এবং শাইখ উসাইমীনের মাজমূ ফাতাওয়া ১৭/৪৬)।

৬। প্রশ্ন ঃ ফরয স্বলাত শেষে একা একা হাত তুলে দুআ করা কি শরীয়ত সম্মত? পৃথিবী সৃষ্টির আসল তত্ত্ব সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন। — মাসঊদ, ভাটপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ ফরয স্বলাত শেষে দুআ ও যিকর প্রমাণিত (বুখারী, বাবুদ্দুআ বা'দাস্সলাত, মুসলিম বাবু ইসতিহ্বাবিয্ যিকরি বা'দাস্সলাত অ বায়নি সিফাতিহী, ইবনু মাজাহ্ ৯২৪-৯২৮, আবূ দাউদ ১৫০৫- ১৫০৭, ১৫০৯)।

কিন্তু ফরয স্বলাত শেষে হাত তুলে দুআ করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস নেই। সুতরাং সৌদী ফাতাওয়া কমিটির মুফতীগণ বলেন, ফরয স্বলাতের পরে হাত তুলে দুআ করা সুন্নাত নয়, ইমাম একাকী দুআ করুক অথবা মুক্তাদী একাকী অথবা জামাআতবদ্ধভাবে বরং তা বিদআত। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে তা প্রমাণিত নয় এবং কোনো সাহাবী থেকেও তার প্রমাণ নেই (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৭/১০৩)। সৌদী ফাতাওয়া কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ''যখন ফরয স্বলাত শেষে দু হাত তুলে দুআ করার প্রমাণ নেই তখন কেউ যদি জায়েয মনে করে তা করে তাহলে করতে পারে কি?'' তার জবাবে বলেন, ''ফরয স্বলাত শেষে দু হাত তুলে দুআ করা সুন্নাতের পরিপন্থী'' (প্রাগুক্ত ২/৭/১০৪)।

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ফরয স্বলাত শেষে একাকী হলেও হাত তুলে দুআ করা যাবে না; বরং তা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং বিদআত।

আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরিচিতি ও গুণাবলী বর্ণনার জন্য, যেন মাখলূক তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর ফরমানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলে তাঁকে খুশি করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''তিনিই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন'' (সূরা তালাক ৬৫:১২)।

প্রকাশ থাকে যে, ''মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতেন

না" মর্মে বর্ণিত হাদীস জাল (সিলসিলাতুল আহাদীসিল যঈফাহ্ ২৮২, ইমাম সাগানীর মাওযূআত ৭৮)।

৭। প্রশ্ন ঃ ঋতুবতী মহিলা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারবে কি? — কাজি মাসূম রহমান, বালিঘাটা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ঋতুবতী মহিলা মহিলাদের গোসল দিতে পারবে। আর পুরুষদের মধ্যে কেবলমাত্র আপন স্বামীকে। মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য হায়েয প্রতিবন্ধক নয় (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৮/৩৬৯)। অবশ্য ছেলে যদি ছোটো হয় তাহলে মহিলা তাকে গোসল দিতে পারবে।

৮। প্রশ্ন ঃ শরীয়তের মানদণ্ডে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি অযূ করে স্বলাত আদায়কারীদের ইমামতি করতে পারবে কি? — সিরাজুল ইসলাম, নিউবঙ্গাই গাঁও, আসাম।

উত্তর ঃ পারবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭/৩৮৭, ফাতাওয়া নূর শাইখ ইবনু বায ১২/৪৯)।

৯। প্রশ্ন ঃ 'হানাফী চাবুক' বইখানার কিছুটা পড়লাম তাতে আবোল তাবোল মন্তব্য ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম ভালোভাবে পড়লেই তার জবাব দেওয়া যাবে ইন্‌শাআল্লাহ! তবে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন : সালাফী সাহেব লিখেছেন, শাহ্ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবীর বক্তব্য অনুযায়ী হিজরী সনের চার শতাব্দী অবধি প্রচিলত মাযহাবের অস্তিত্ব ছিল না (হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম ৭ম পৃঃ)। নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী লিখেছেন, সালাফী সাহেবের এটা জালিয়াতি। যদি তিনি সত্যবাদী হোন, তাহলে শাহ সাহেবের অবিকৃত মূল কথা উদ্ধৃত করে এটা প্রমাণ করে দেখান, সময় থাকছে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত (হানাফী চাবুক ৩৮ পৃঃ)। (খ) আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীকে তিনি হাদীস বিকৃতকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন (হানাফী চাবুক ৬৩ পৃঃ)।

উত্তর ঃ সালাফী সাহেব যা লিখেছেন তা সঠিক। শাহ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী লিখেছেন :

اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه.

জেনে নাও যে মানুষেরা চতুর্থ শতাব্দীর আগে নির্দিষ্ট ভাবে একটাই মাযহাবের খালেস তাকলীদের উপর সমবেত ছিল না (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ১/১৫২, প্রকাশক ঃ ফাইসাল পাবলিকেশনস দেওবন্দ)।

(খ) আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর সম্পূর্ণ কথা দেওবন্দী সাহেব নকল করেননি; বরং জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে তাঁকে হাদীস বিকৃতকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী লিখেছেন —

(اتوار) بالمثناة : كذا فى "المسند" جمع (تور) بالمثناة الفوقية : اناء من صفر. و فى "الادب" و غيره : (اثوار) بالمثلثة . و هو الصواب جمع (ثور) و هى قطعة من الاقط.

আতওয়ার শব্দটি ت (তা) বর্ণ দ্বারা গঠিত, এভাবেই মুসনাদে আছে, তাওরুন শব্দের বহুবচন, যার অর্থ পিতলপাত্র এবং 'আদাব' প্রভৃতি গ্রন্থে 'আস্‌ওয়ার' শব্দটি আছে যা ث (সা) বর্ণ দ্বারা গঠিত — আর এটাই সঠিক, যার অর্থ পনিরের টুকরো (সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহাহ্ : ১৯০, ১/৩৬৯-৩৭০, মাক্‌তাবাতুল মাআরিফ)। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তো 'আস্‌ওয়ার' সা (ث) বর্ণ দ্বারা গঠিত 'সাওর' শব্দের বহুবচন শব্দটিকে সঠিক বলেছেন এবং বলেছেন 'আল আদাবুল মুফরাদ' এবং বিভিন্ন হাদীসে এটাই বর্ণিত আছে। কিন্তু মুকাল্লিদ দেওবন্দী সাহেব লিখেছেন, 'আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তিন নুকতাহ্ বিশিষ্ট 'সা' অক্ষরকে দুই 'নুকতাহ্' বিশিষ্ট তা বানিয়ে হাদীস বিকৃত করেছেন (হানাফী চাবুক ৬৩ পৃঃ)। দেওবন্দী সাহেবের আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং শাইখ আব্দুল্লাহ্ সালাফীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া জনগণের কাছে আশ্চর্যের বিষয় হলেও কিন্তু আমরা আশ্চর্যন্বিত নই। কারণ মুকাল্লিদ দেওবন্দীদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার নামে মিথ্যা বলে, নাবীর নামে মিথ্যা বলে (পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে হানাফী কেল্লার পোস্ট মর্টেম ১/১৯৫, ২৩৭)। ফলে মুকাল্লিদ সাহেবের জালিয়াতি ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী ও শাইখ আব্দুল্লাহ্ সালাফীর নামে মিথ্যা বলাটা অসম্ভব নয়।

মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর জন্য রমাযানের তুহ্ফা

হিজরী ঃ ১৪৩৮ ❋ বঙ্গাব্দ ঃ ১৪২৪ ❋ খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০১৭

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
১	২৮ মে	রবিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২১
২	২৯	সোমবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২১
৩	৩০	মঙ্গলবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২২
৪	৩১	বুধবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২২
৫	১ জুন	বৃহস্পতি	৩ঃ২৩	৬ঃ২৩
৬	২	শুক্রবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৩
৭	৩	শনিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৩
৮	৪	রবিবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৪
৯	৫	সোমবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৪
১০	৬	মঙ্গলবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৫
১১	৭	বুধবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৫
১২	৮	বৃহস্পতি	৩ঃ২২	৬ঃ২৫
১৩	৯	শুক্রবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৬
১৪	১০	শনিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৬
১৫	১১	রবিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৭
১৬	১২	সোমবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৭
১৭	১৩	মঙ্গলবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৭
১৮	১৪	বুধবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৮
১৯	১৫	বৃহস্পতি	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২০	১৬	শুক্রবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২১	১৭	শনিবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২২	১৮	রবিবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২৩	১৯	সোমবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৯
২৪	২০	মঙ্গলবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৯
২৫	২১	বুধবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৯
২৬	২২	বৃহস্পতি	৩ঃ২৩	৬ঃ৩০
২৭	২৩	শুক্রবার	৩ঃ২৩	৬ঃ৩০
২৮	২৪	শনিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ৩০
২৯	২৫	রবিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ৩০
৩০	২৬	সোমবার	৩ঃ২৪	৬ঃ৩০

নিম্নলিখিত ব্লক ও শহরবাসীগণ যে সময়ে সাহারী ও ইফতার করবেন

ব্লক / শহর	সাহারী	ইফতার
জঙ্গিপুর	০ মিনিট	০ মিনিট
লালগোলা	-১ মিনিট	-১ মিনিট
ফারাক্কা	-২ মিনিট	+১ মিনিট
ধুলিয়ান	-২ মিনিট	+১ মিনিট
নিমতিতা	-২ মিনিট	+১ মিনিট
সূতি	-২ মিনিট	+১ মিনিট
সজনিপাড়া	-২ মিনিট	+১ মিনিট
কান্দি	+২ মিনিট	-১ মিনিট
বড়ঞা	+২ মিনিট	-১ মিনিট
ভরতপুর	+২ মিনিট	-১ মিনিট
বেলডাঙ্গা	+১ মিনিট	-২ মিনিট
চৌরিগাছা	+১ মিনিট	-২ মিনিট
সালার	+২ মিনিট	-১ মিনিট
আমতলা	০ মিনিট	-৩ মিনিট
হরিহরপাড়া	-২ মিনিট	-২ মিনিট
গোকর্ণ	০ মিনিট	০ মিনিট
রানিনগর	-২ মিনিট	-২ মিনিট
নবগ্রাম	০ মিনিট	০ মিনিট
ভগবানগোলা	-১ মিনিট	-১ মিনিট
জিয়াগঞ্জ	-১ মিনিট	-১ মিনিট
ডোমকল	-২ মিনিট	-২ মিনিট
বহরমপুর	-১ মিনিট	-১ মিনিট
মোড়গ্রাম	০ মিনিট	০ মিনিট
সাগরদিঘী	০ মিনিট	০ মিনিট
সাগরপাড়া	-২ মিনিট	-২ মিনিট
মুর্শিদাবাদ	-১ মিনিট	-১ মিনিট
জলঙ্গি	-৩ মিনিট	-৩ মিনিট
খড়গ্রাম	০ মিনিট	০ মিনিট
সারগাছি	-১ মিনিট	-১মিনিট
হুর্শি	-২ মিনিট	-২ মিনিট

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই মে -১৫ই জুন)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ মে	৩:২৯	৪:৫৩	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১৪	৭:৩৮
১৭	৩:২৯	৪:৫৩	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৪	৭:৩৯
১৮	৩:২৮	৪:৫২	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৫	৭:৩৯
১৯	৩:২৮	৪:৫২	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৫	৭:৪০
২০	৩:২৭	৪:৫১	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৬	৭:৪১
২১	৩:২৭	৪:৫১	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৬	৭:৪২
২২	৩:২৬	৪:৫১	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৭	৭:৪২
২৩	৩:২৬	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৭	৭:৪৩
২৪	৩:২৫	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৮	৭:৪৪
২৫	৩:২৫	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৮	৭:৪৪
২৬	৩:২৪	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৬	৬:১৯	৭:৪৫
২৭	৩:২৪	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:১৯	৭:৪৫
২৮	৩:২৩	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২০	৭:৪৬
২৯	৩:২৩	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২০	৭:৪৭
৩০	৩:২৩	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২১	৭:৪৭
৩১	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২১	৭৪৮
১লা জুন	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২১	৭:৪৮
২	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২২	৭:৪৯
৩	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২২	৭:৫০
৪	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৩	৭:৫০
৫	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৩	৭:৫১
৬	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৪	৭:৫১
৭	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৪	৭:৫২
৮	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৪	৭:৫২
৯	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৫	৭:৫৩
১০	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৫	৭:৫৩
১১	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৫	৭:৫৩
১২	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৬	৭:৫৪
১৩	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৮	২:৫৭	৬:২৬	৭:৫৪
১৪	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৮	২:৫৭	৬:২৬	৭:৫৫
১৫	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৮	২:৫৭	৬:২৭	৭:৫৫

মাসিক "সরল পথ" ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা ● শা'বান - ১৪৩৮ ● মে - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

আস্‌সালামু আলাইকুম

সত্যান্বেষী ভাই সকল

আপনারা অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিত 'সরলপথ ট্রাস্ট' হক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী একটি ট্রাষ্ট। এর মাধ্যমে অনৈসলামিক, অসামাজিক ও অমানবিক যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত। সরল পথ পত্রিকা হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্নভাবে উক্ত পত্রিকায় বর্তমানের জ্বলন্ত সমস্যা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লেখা বের হচ্ছে। যেমন বের হচ্ছে ইসলামের নামে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট যাবতীয় অপসংস্কৃতির প্রতিবাদ। সরলপথ অ্যাকাডেমী আধুনিক অথচ মূল্যবোধের পাঠ দিতে সদা সচেষ্ট। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলির মাধ্যমে পাঠদান অব্যহত রয়েছে। এছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে প্রকৃত ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম উক্ত ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ করে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসনিক কর্ম কর্তাগণ একাধিকবার পরিদর্শনের সময় শিক্ষা ও পরিবেশের মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনিও এই মহান কর্মযজ্ঞে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা দ্বারা এই মহান কর্মযজ্ঞের অংশীদার হতে পারেন। আপনি নীচের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অথবা সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

তাজাম্মুল হক সালাফী
চেয়ারম্যান সরলপথ ট্রাষ্ট
ও সম্পাদক সরলপথ পত্রিকা

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ০৯১৫৩০৪৪১৪১ নাম্বারে অবশ্যই অবহিত করুন।
SARAL PATH ACADEMY
STATE BANK OF INDIA, UMARPUR BRANCH, Umarpur, Murshidabad
A/C No. : 35180888486 ● IFSC Code - SBIN - 0012355

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা 'সরল পথ' পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহক, এজেন্ট ও ডিষ্ট্রিবিউটরদের অবগতির জন্য এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, অপরাপর দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ খরচ বৃদ্ধির জন্য আগামী জুন ২০১৭ সংখ্যা থেকে 'সরল পথ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৫ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, পত্রিকার সাথে আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত সকলেই মূল্য বৃদ্ধির এই অনিবার্য বিষয়টি মহানুভবতার নিরিখে বিবেচনা করবেন ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা অক্ষুন্ন রাখবেন।

বিনীত
সম্পাদক (সরল পথ পত্রিকা)

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র
Printed by : K P Press , Habibur Rahman - 9830557609